শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ
শরণং

ভক্তমাল গ্রন্থারম্ভঃ॥

জেলা বিরভুম শংক্রান্ত থানা শীহড়ির
অন্তপাতি কড়িধ্যা নিবাশি শ্রী৺ ধন্দদাবসুত
শ্রীযুক্ত বিনোদ রাম সেনের কর্তৃক গ্রন্থ।

ইদানীং
শ্রীনন্দড়চন্দ্র মিস্ত্রিরায়
সাং আহিরীটোলায়

কর্ম্মলোচন যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল

☞ এই পুস্তক যাহাদিগের প্রয়োজন হইবেক
তিনি মোং কলিকাতা বটতলায় দক্ষিণাংশে
শ্রীবিশ্বদাষ মালাকারের দোকানে তত্তকরিলে
পাইবেন।

ইতি সন ১২৫৭ বারসত্ত সাতায় সাল-
তারিখ ২ শ্রাবণ ম বার।
1851

নির্ঘণ্ট ১/০	পত্রাঙ্ক

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

শরণং ॥

অথ গণেশাদি পঞ্চ দেবতা বন্দনাপূর্ব্বক
ভক্তমাল গ্রন্থারম্ভ ॥

বন্দনম গণপতি দেব গজানন। দুর্গতি নাসিনী দুর্গা যাঁর
মা নন্দন ॥ সদাশিব ভূতনাথ সর্ব্ব বিঘ্ন হর্ত্তা। জ্ঞানরূপে
বিষ্ণু অংশ সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা। লম্বোদর গজানন রূপের
আধারি। শংখচক্র গদাপদ্ম বনমালা ধারি ॥ বিশ্বরূপ
বিষ্ণু চক্ষু বন্দ দিবাকর। তিমির নাশক দেব বিশ্বের ঈশ্ব
র। দিবাকর প্রভাকর বিশ্বের লোচন। স্থিতি মাত্র ভুবন
মে ব্যাধী বিমোচন॥ বন্দহরি আদ্যে সদাশিব জগদগুরু
গৌরি গঙ্গা পতিমাথা বাঘাকল্প তনু ॥ মৃত্যুঞ্জয় দয়াম
য় জগত নিবাস। শ্রীচন্দ্রশেখর দিগাম্বর কৈলাসবাস। নি
লকণ্ঠ উগ্রকণ্ঠ শিতিকণ্ঠ রুদ্র। অজ হিংস আদি দেব দয়ার
সমুদ্র ॥ কৃপার সাগর বৈদ্যনাথ দয়াময়। আশুতোষ
কল্পবৃক্ষাদিয় পদদ্বয় ॥ দিনবন্ধু দয়ালু দয়ার নাহি অন্ত
আশুতোষ সন্তোষ পাইলে বিল্বপত্র। নাহি চান জ্ঞান ধ্যা
ন নাহি তন্ত্র মন্ত্র। বৈজুভিল অবল্লামা ইহার দৃষ্টান্ত ॥ অ
বল্লাম বিল্ব বৃক্ষ শিবেরে মারিল। সন্তোষ হইয়া প্রভু বর
দ হইল ॥ বৈজুনামে ছিল একবিজ্ঞি গোচারণ। মুখেজল
দিয়া শিবে করিত অর্পণ। মুখের উচ্ছিষ্টজল পেয়ে দিগম্বর।

থ । বৈদ্যনামে নাম ধরিলেন বৈদ্যনাথ ।। বড়দাতা বরদা
তা কামনা পুরক । কৃপাময় দয়াময় অভিষ্ঠ দায়ক ।। রজ
ত পর্ব্বত জিনী শুভকলেবর । পরম সুন্দর রূপ ত্রৈরিম
নোহর ।। শিরে জটা মন্দাকিনি করে কলকল । কোটিচন্দ্র
মুখচন্দ্র করে ঝলমল ।। মুখে মৃদু মন্দ হাসি ভাসে শশো
ধর । শঙ্কর ঈশ্বর হরদাতা দিগম্বর ।। সদানন্দ হরানন্দ নি
ত্যেনন্দ ময় । বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথ নাথ মৃত্যুঞ্জয় ।। আর
ক্ত নয়ন পঞ্চবক্ত ত্রিলোচন ।। কন্দর্পের দর্পহারি ভুবন মো
হন ।। রামকৃষ্ণ দামোদর গোপাল গোবিন্দ । পঞ্চ মুখে
পঞ্চনাম জেন নিদানন্দ ।। বামে শোভা মনোলোভা গিরি
রাজ নন্দিনী । সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী গৌরি মাতা কাত্যায়নী ।।
কেহ বলে জগদম্বা কনক প্রতিমা । রূপের মাধুর্য্য কেহ
দিতে নারে সিমা । অতুল্য মা এর রূপ নাজায় কথন । জে
নেরূপ অপরূপ ভোলা ত্রিলোচন ।। ঈশ্বরের শক্তি ইষ্ট ভ
ক্তি প্রদাইনী । ব্রজে কাত্যায়ণী কৃষ্ণ মিলা সহাইনী ।। একরূ
প মূর্ত্তি পাক ভিন্ন ২ নয় । অভেদ ভক্তো বিহ্ন ব্রহ্মা কর সায়
সয় ।। পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চদেব কহে পঞ্চানন । বিভেদ ভাবিলে
হয় নরকে পতন । ... তথাহি । জ্ঞানং গণেশং স
মো ত্রুরক্ত শিবং অম্বাস্তো মিমশক্তা বাদ্যা বিভেদ বুর্দ্ধে
ঋষি জে ভজন্তেঃ মমাহ হিমা ঋষীচ্চে ভজন্তে ।। ...
পুষ্প এক বহু দেখ শাখা ভিনানা বর্ণ । হেমরত্ন এক বস্তু অল
ঙ্কার ভিন্ন ।। সকল মিশ্রিত বারি ভিন্ন ভান্ড । যাদৃশ মাত্র
এক দেখ ইহার দিষ্টান্ত ।। গণেশাদী পঞ্চদেব অভ্রেদ ভব
নান ।। গুরু গিতা মতে অগ্রে গুরুর অর্চনা ।। অতএব গুরু

পড়ে এই আকিঞ্চন। এ দাস রহিল যে দিউ রাতুল চরণ॥

বন্দে গুরু পরং বুদ্ধ সত্যচৈতন্য নায়ক।
শ্রীবিদ পরমানন্দ জগত্তারণ গুরু॥

অথ শ্রীগুরুদেবের বন্দন॥

জয় গুরুদেবের বুদ্ধ সত্যচৈতন্য দীক্ষা প্রদাতা জ্ঞানাঞ্জন॥ গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু সর্বেশ্বর। গুরু কল্প বৃক্ষ দীনাধার পরাৎপর॥ বুকেরো সহস্রারে আর পদ স্থিতি। শ্রীগুরু পদারবিন্দে অসংখ্য প্রণতি॥ অমল কমল চরণ যুগল। পদ্মের সুগন্ধ নাথ দুর্বলের বল। শ্রীগুরু পদারবিন্দে সর্বতীর্থময়। ইহাতে সন্দেহমন নাহিক নিশ্চয়॥ সাগর সংগম ভাগিরথী ধরেশ্বতী কাশি কাশী অবন্তিকা দ্বারা হায়া বতি। নর্মদা অযোধ্যা কুরুক্ষেত্র গোদাবরি। গোমতি যমুনা গঙ্গা হরি দ্বারাপুরি। গয়া ক্ষেত্র তির্থরাজ প্রায়াগ ত্রিবেণী। ভাগিরথি ভোগ প্রতি স্বর্গ মন্দাকিনী। গণ্ডকী প্রাবাস তির্থ আর চক্র তির্থ নৈমিস বদ্রধাম গঙ্গা ব্রহ্মক্ষেত্র॥ কাবেরি সরজু পুষ্কর হিমালয়। পবিত্র পূর্ণ সর্ব তির্থ গুরু পদাশ্রয়। জতেক ফল হয় সর্ব তির্থ পর্যটনে। সর্ব তির্থ প্রাপ্তি হয় শ্রীপাদ দর্শনে॥ ততোধিক পাদোদক সেবনে তৎক্ষণ। সর্ব সিদ্ধ হয় তার সফল জীবন॥

তথাহি। গুরুগিতা যাং।

সপ্তসাগরপর্যন্তং তীর্থস্নানকৃতং ফলং গুরুপাদপয়োবিন্দু
সহস্রাংশ ততোধিক।

গুরু প্রদর্শিত দেব মন্ত্র বিধিবিধান। অতএব গুরুদেব শ্রদ্ধা

সারাত সার॥ একমূর্ত্তি শ্রীপতি শ্রীগুরু মূর্ত্তিধরি। নন্দা চার্য্য রূপ প্রভু আপনে শ্রীহরি॥

তথাহি। শ্রীমত ভাগবতে। আচার্য্য মামবিজানি যাতনা বমনেত কর্হিচিৎ। নমর্ত্ত্য বুদ্ধ্যা সুয়েত সর্ব্ব দেবময়োগুরু ২ শ্রীগুরুমুখারবিন্দ নিষ্ক অবতি হতি। গুরুং পূর্ণ ব্রহ্মহন অ গতির গতি॥ ১ জ্ঞান হেতু যরে প্রভু দিলে জ্ঞানাঞ্জন। পা ইয়া তারাই পাছে অমূল্য রতন॥ সর্ব্ব সিদ্ধ হবে ভাব শ্রীগু রু চরণ। গুরু কৃপা হলে পাবে শ্রীনন্দনন্দন॥ গুরুর মহি মা শুন অচিন্ত অদভুত। শ্রীগুরু বন্দনা করে ধর্ম্মদাসসুত

॥ অথ শ্রীগোবিন্দ বন্দনা ॥

গণেশ মহেশ শেষঃ দুর্গা গঙ্গা বরে সতী। সাবিত্রী ইন্দ্র বি লক্ষ্মী শ্রী ব্রহ্মা চতুরাননঃ শুকসুত উদ্ধ বেতাচঃ সন বা দ্যা সনাতন। নারদ শুক প্রহ্লাদ বেদ ব্যাস মুনিগনাঃ যস্য পাদাচনানিত্রং তিতং ভগবতেনম॥

সর্ব্ব তীর্থ যুনাধার তদঙ্গো কমল ত্রয়ং যস্য পাদোদভ বা গঙ্গা তং নমামি পরাৎ পরং॥

পূর্ণব্রহ্ম রামকৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ। মন্ত্রাচার্য্য গুরুস্তং হী দামোদর প্রসিদর্থে॥

জয়২ শ্রীগোবিন্দ জয় চিদানন্দ। শ্রীনন্দ নন্দন হরি বৃ ন্দা বন চন্দ্র॥ অপার গুণের ধাম গোবিন্দ মুকুন্দ। অজ ভব পরাভব অনন্ত অনিরুদ্ধ। মোচার অধমা ধম পাপী দু রাচার। কামী ক্রোধী লোভী দ্বেষী মন দুর্ন্নিবার॥ বাম ন হইয়া চাহি ধরিবারে বিধু। পিপিলিকা ইচ্ছা করে পৃ ত্রের সমুদ্র॥ পঙ্গু হয়ে ইচ্ছা করে গিরি লাফ বারে। ভে

শক্তি ইন্দ্রিক মুক্ষ চাহি বর্ত্তিবারে। অতএব প্রভু সর্ব্বকারণ
তুমি জাহা কর তাহা করে জগজন॥ শুক কল্প তরু হরি
পরম দয়াল। কৃপাদ্বেশে মুক হয় অত্যান্ত বাচাল॥ ২
অহংজন্তু ঋষি জন্ত্রি বাজায় জেমন। বাজায় যেমন যন্ত্র বা
জয়ে তেমন। ৩ জত্র অপরাধ হরি করাতে মুরাস। স্মর
ণ লএ কহি প্রভু তব রাঙ্গা পায়॥ ১ ক্রিম মধ্যে প্রভু আমি
আছ অধিষ্ঠান। যেমত নিযুক্ত কর করি অনুষ্ঠান। ৪ জলে
তে যেমন মিন আশ্রয় লইয়া। উজানি ভাসিয়া জায় নির্ভ
য় হইয়া॥ হস্তিজায় ভেসে মিন বহসুখে রয়। জনিত জি
বণ আমি লএছি আশ্রয়॥ তবপদ দ্বয় প্রভু যেকরে আশ্র
য়। থাকক অন্যের দায় নাহি যমভয়। তবভএ অগ্নিদে
ব করএ দহন। তবভএ বাউ সদা বহএ পবণ। তবভএ ই
ন্দ্রদেব করে বরিষণ। তবভএ ধাতা সৃষ্টি করএ পালণ।
তোমার অচিন্ত্য শক্তি নাম চিন্তামনি। এদাস বিনো দে
মাগে চরণ দুখানি॥ দ্বাত্রিং সতিচিহ্নলক্ষণ॥
দ্বাত্রিং সতি চিহ্নযুক্ত স্বয়ং ভগবাণ। ভাগবত গ্রন্থে ই
হার আছএ প্রমাণ। তথাহি॥
৫ পঞ্চ সুক্ষ্য ৫ পঞ্চ দির্ঘ ৭ সপ্তরক্ত ৬ সড়মত্ত। ৩ ত্রিহ্র
স্ব ৩ ত্রিথু গম্ভির ৩ ত্রিভি ভির্গ প্রসন্যতে॥ ইত্যাদি লক্ষ
নে অঙ্ক দ্বাত্রিংশ লক্ষনে মহাল। ১।
শ্রী অঙ্গেতে পঞ্চ সুক্ষ্য আছে সবিশেষ। অঙ্গুলি অঙ্গু
লি পর্ব্ব চর্ম্ম দন্ত কেশ॥ পঞ্চ দির্ঘ ভগবাণ এই অনুষ্ঠান।
হনু জান ভুজ নাসা বক্ষিম নয়াণ॥ আরক্তিমা বর্ণ সপ্ত জি
নিয়া অক্ষা। করতল তালু পদ্ম লোচনের কোন। ওষ্ঠ

অধর পদ নখ চন্দ্র আভা। সুন্দর বদন মাঝে সুন্দর শিত
শোভা।। সপ্তস্বত উচ্চ হয় নাসা নখ স্কন্ধ। বক্ষস্থল মুখ পদ্ম
সুন্দর নিতম্ব। ত্রিথর্ব্ব জানিহ মন দ্বিবাহু স্নেহ। ভাবি
লে ভাবক রূপ ঘুচে মায়া মোহ।। এয়োপ বিলর দেখ
ভাল বক্ষ কটি। গম্ভির তব স্বরবুদ্ধি লাস্তিপক্তি পাটি।। এ
ই রূপ চিহ্ন ধ্যান করে ভক্তগণ। জন্তধ্যানা নন্দে জেন থা
কে মোর মন।। [illegible] রূপবর্ণন ৫।। [illegible]
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম অতিমনোহর। যো জিঅন্য
স্বরে। রূপ স্যামল সুন্দর।। গোলকের নাথ হরি
জসোদা জিবণ। ব্রজে রাধাকান্ত সর্ব্ব কারণ কারণ।। নবি
ন নিরদ কান্তি শুচারু বদন। সিরে সিখি পুচ্ছ সোভা অ
তি মনোরম।। জিনিয়া ইন্দ্রাবিন কমল শ্রী অঙ্গ। মনো
হর নটবর ললিত ত্রিভঙ্গ।। কপালে অলকা ধৃত কর্ণেতে
কুণ্ডল। সুকোমল গণ্ডস্থল করে ঝল মল।। কস্তুরি তি
লক ভালে চন্দনের বিন্দু। নাসা গ্রেতে গজমুক্তা নিন্দি
কোটি ইন্দু।। শ্রীমুখ মণ্ডল পরে মৃদু মন্দ হাসি। অধর
মধুরে সোভে মনোহর বাঁসি।। রাম ধনু জিনি ভুরু ভঙ্গি
মা মাধুরি। গোপাঙ্গনা মন জাথে নিল পরিহরি।। কমল
লোচন তাহে বঙ্কিম নয়ান। জাথে ভুলাইলে হরি গোপী
মন প্রাণ।। নবজলধর রূপ স্যামল সুন্দর। কটিতটে স্থ
কিত তড়িত পিতাম্বর।। কোকনদ জিনি কিবা চরণ যুগল
নিছার কোমল অন্য অতি সুকোমল।। দশনখে কতচা
ন্দ কোটি ইন্দু জিনি। সর্ব্ব তির্থময় রক্তোচরণ দুখানি।।
জে পদে উদ্ভব গঙ্গা ত্রৈলক্য তারিণি। প্রবণ সেই তত্ব

যেবে শুন গাননি॥ উদ্ধারিতে জগ জনে করিলেন বিস্তার
পাপী মহাতাপী জিবে করিতে উদ্ধার॥ গয়াশিরে দিকে
প্রভু পাদ পদ্ম চিহ্ন। শিরে ধরি কাশী আগ মনে কৈল ধ
ন্য॥ গোবিন্দ পাদারবিন্দ কি দিব তুলনা॥ অহল্যা আদি
হন্ত কাষ্ঠ লোকা সেনা॥ শ্রীঅপূর্ব্ব বিন্দ্রশ্রেণি চরণার
বিন্দু। ভূঙ্গরূপা শুনো। তন জত ভক্তবৃন্দ॥

অথ বলদেবের বন্দনা॥

জয়২ বলরাম রোহিনি নন্দন। কৃষ্ণের দ্বিতিয় দেহ বেদ
তি প্রমাণ॥ শুভ্র বর্ণ বলদেব যেন পূর্ণ শশি। শিরে পট
পটি পাগ মুখে মৃদু হাসি। মনোহর কুণ্ডল দুলিছে বাম
কানে। রাঙ্গা রক্তোৎপল দক্ষিণে শোভনে। আরক্ত লো
চন যেন চঞ্চল চপলা॥ পরিসর বক্ষস্থলে দোলে বন মা
লা॥ দক্ষিণে মুসল করায় শিঙ্গা বাম হাথে। নিলপটি ক
টি তটে নিল বস্ত্র মাথে। কানাই২ ডাকি ভাবে পর২।
গিরিধর। মোর ভাই বলে হলধর নন্দাউল্লাসেতে ধরে ছা
ইয়ে কানাই। লক্ষে ঝক্ষে কম্পে ঝম্পে ডাকে ভাই২॥
আরক্ত পদারবিন্দ অতি সুকোমল। রাঙ্গা চরণ বেযে অ
স্তে মিয় হল। বল ভদ্র আদি যত ব্রজ সখাগণ। তাসভার
পাদ পদ্ম করিএ বন্দন॥ জয়২ শ্রীদাম সুদাম বসুদাম।
মহাবল সুবল সুবাহু অংশুমান। স্তবধোন স্তোককৃষ্ণ অর্জুন
বংশী গোপাল। মহাবাহু বিরবাহু পরম দয়াল। শ্রীমধু ম
ঙ্গলাগন্ধর্বাদি সখাগণ। কৃপা করি সভে দেহ রাঙ্গা চরণ

শ্রীমতি রাধিকার বর্ণন॥

বন্দ রাধা বৃন্দাবনে হ্লাদিনী প্রভু আহ্লাদিনী। দেকা আরাধিকা

অধর পদ নখ চন্দ্র আভা। সূর্য্যের বদন মাঝে শুল শি
শভা ।। সপ্তসত উচ্চ হয় নানানখ স্কন্ধ। বক্ষস্থল মুখপদ্ম
সুন্দর নিতম্ব। ত্রিখর্ব্ব জানিহ মন স্থিরাঙ্গ মোহ। ভাবি
লে ভাবক রূপ ঘুচে মায়া মোহ ।। এয়োপঃবিলম্ব দেখ
ভাল বক্ষ কুটি। গম্ভির তার স্বর বুদ্ধি লালিত পরি পাটি। এ
ই রূপ চিহ্ন ধ্যাণ করে ভক্তগণ। অন্তর্ধ্যানা নন্দে জেন থা
কে মোর মন। ... রূপবর্ণন ।। ...
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম অতিমনোহর। যেঁয়ো ভিঅন্য
হরে। রূপ স্যামল সুন্দর ।। গোলকের নাথ হরি
যশোদা জিবণ। ব্রজে রাধা কান্ত সর্ব করণ কারণ। নবি
ন বিরদ কান্তি শুচারু বদন। সিরে সিথি পুচ্ছ সোভা অ
তি মনোরম ।। জিনিয়া হয়ঙ্গবিন কমল শ্রী অঙ্গ। মনো
হর নটবর নজিত ভুজঙ্গ ।। কপালে অলকা ধৃত কর্ণেতে
কুণ্ডল। সুকোমল গণ্ডস্থল করে ঝলমল ।। কস্তুরি তি
লক ভালে চন্দনের বিন্দু। নাসা গ্রেতে গজমুক্তা নিন্দি
কোটি ইন্দু ।। শ্রীমুখ মণ্ডল পরে মৃদু মন্দ হাসি। অধর
মধুরে সোভে মনোহর বাসি ।। রাম ধনু জিনি ভুরু ভঙ্গি
মা মাধুরি। গোপাঙ্গনা মন জাথে নিল পরিহারি। কমল
লোচন তাহে বঙ্কিম নয়ান। জাথে ভুলাইলে হরি গোপী
মন প্রাণ ।। নবজলধর রূপ স্যামল সুন্দর। কটিতটে স্থ
কিত তড়িত পিতাম্বর ।। কোকনদ জিনি কিবা চরণ যুগল
কিছার কোমল শল্য অতি সুকোমল ।। দশনখে কতচা
ন্দ কোটি ইন্দু জিনি। সর্ব্ব তির্থময় রজোচরণ দুখানি ।।
জে পদে উদ্ভব গঙ্গা ত্রৈলক্য তারিণি। অবগত সেই তত্ত্ব

ধরে শুভ পানি॥ উদ্ধারিতে জগ আপনি করিলে বিস্তার
পাপী মহাতাপী জিবে করিতে উদ্ধার॥ গঙ্গা শিরে দিলে
প্রভু পাদ পদ্ম চিহ্ন। শিরে ধরি কর্ম্ম প্রাপ্ত হলেন কেন প
ন্য॥ গোবিন্দ পদারবৃন্দ কি দিব তুলনা। অহল্যা যাহারি
হল্য কাষ্ঠ লৌকা সোনা॥ চপদপুষ্প নিন্দি শ্রেনি চরণায়
বিন্দু। ভৃঙ্গরূপী শুশোভন জত ভক্তবৃন্দ॥

অথ বর্ত্ত দেবের বন্দনা॥

জয়২ বলরাম রোহিনি নন্দন। কৃষ্ণের দ্বিতিয় দেহ রেব
তি রমণ॥ শুভ্র বর্ণ বলদেব যেন পূর্ণ শশি। শিরে লট
পটি পাগ মুখে মৃদু হাসি॥ মনোহর কুণ্ডল দুলিছে বাম
কানে। রাঙ্গা রক্তোৎপল দক্ষিণে শোভনে॥ আরক্ত লো
চন যেন চঞ্চল চপলা। পরিসর বক্ষস্থলে দোলে বন মা
লা॥ দক্ষিণে মুসল করায় সিঙ্গা বাম হাথে। নিল পটি ক
টি তটে নিল বস্ত্র মাথে॥ কানাই২ ডাকি ভাবে পর২।
গিরিধর। মোর ভাই বলে হলধর॥ অদাউনস্মতে ধরে ভা
ই রে কানাই। লম্ফে ঝম্ফে কম্পে রম্পে ডাকে ভাই২॥
আরক্ত পদারবৃন্দ অতি সুকোমল। রাঙ্গা চরণ বয়ে অ
ন্তে দিয় স্থল॥ বল ভদ্র আদি যত ব্রজ সখাগণে। তা সভার
পাদ পদ্ম করি এ বন্দন॥ জয়২ শ্রীদাম সুদাম বসুদাম।
মহাবল সুবল সুবাহু অংশুমান॥ স্তোকসেন স্তোককৃষ্ণ অর্জুন
বরগোপাল। মহাবাহু বিরবাহু পরম দয়াল॥ শ্রীমধু ম
ঙ্গল গন্ধর্বাদি সখাগণ। কৃপা করি সভে দেহ রাঙ্গা চরণ

শ্রীমতি রাধিকার বর্ণন॥

বন্দ রাধা বিনোদিনী প্রভু আহ্লাদিনী। যেকা আ রাধিকা

জয় বৃজ বিলাসিনি ॥ গোলোক ধামিনী বৃষ ভানুর নন্দিনি
কৃষ্ণ প্রিয়া জয় কান্তা জয় মনোমোহিনী ॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী র
পা কি দিব তুলনা । কেহ কহে সৌদামিনী কেহ কাঁচাসো
না ॥ শুধিতে রাধার রূপ আপনে গোবিন্দ । রাধা কান্তি
ভাবি স্যাম হৈলা গৌরাঙ্গ ॥ এবে শ্রী মঞ্জরি গণের চরণ
বন্দিব । তব কৃপা হৈলে হরি অবশ্য পাইব ॥ জয় রত্ন ভানু
সুতা লবঙ্গ মঞ্জরী ॥ বিভানু দুহিতা বন্দ শ্রীরূপ মঞ্জরি ॥
গুণমনি মঞ্জরি তথা শ্রীরতি মঞ্জরি । ভানু মতি তিন নাম
শ্রীরতি মঞ্জরি ॥ শ্রীগুণ মঞ্জরি আর শ্রীরস মঞ্জরি । শ্রী
রাধা অনুজা বন্দ অনঙ্গ মঞ্জরি ॥ বিলাস মঞ্জরি বন্দ স
খি মঞ্জুলালি । সভে কৃপা করি দেহ চরণের ধুলি ॥ বন্দি
ব ললিতা সখি আর বি বিশখা । সুদেবী চম্পক লতা
চিত্রা ইন্দু লেখা ॥ রঙ্গদেবি তুঙ্গ বিদ্যা এই অষ্টসখি । ক
ত সখি আছে তার কার সাধ্য লিখি ॥ এবে শ্রী গৌরাঙ্গ
কলি কাল করি ধন্য ॥ জিবেরে চৈতন্য দিলা শ্রীকৃষ্ণ চৈত
ন্য ॥ জয় ২ মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর ॥ সদানন্দময় শ্রীদান
ন্দ কলেবর ॥ সর্ব্ব জিবে প্রেমদয়া দয়ার সাগর । রাধাভা
বা রাধাকান্ত শ্রীরাধা নাগর । বন্দ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রে
র জিবন । পদ্মাবতি সুত রাম রেবতী রমণ ॥ অভিন্ন চৈত
ন্য সে নিতাই গুণধাম । পূর্ব্ব অবতারে নিত্যানন্দ বলরা
ম ॥ সদামত্ত নিত্যানন্দ গোরাপ্রেম নিরে ॥ গোরা বিনে
শ্রীবদনে অন্য নাহি স্ফুরে ॥ বন্দির অদ্বৈত চন্দ্র জগতির
গতি । হুহুঙ্কারে জে আনিল গোলকের পতি । সেএ স
ভিরাম আরে বলে ঘনস্যাম । তাহার পদার বৃন্দে অসখ্য

প্রনাম ॥ ঠাকুর সুন্দর। নন্দ পতিত পাবণ। তবে পাদ পদ্মে প্রভু লয়েছি শরণ ॥ প্রভু বিনে গতিনাই অখিলের নাথ কৃপাকরি কর প্রভু শুভ দৃষ্টি পাত ॥ অন্য সখাগণ পদে প্রনতি বিস্তর। তোমা সবাকার যক্তি অধম কিঙ্কর ॥ চৌষট্টি যাহান্ত পদে বহুত মিনতি। সভে কৃপাকর জেন পদে রহে মতি ॥ গৌরভক্ত বৃন্দ পদে প্রনতি আমার। প্রত্যেকে বন্দিলে গ্রন্থ হইবে বিস্তার ॥ অতএব পরস্পর পদে করি আশ। সংক্ষেপে বর্ণনা করে এবিনোদ দাস ॥

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন ॥

ইর্পং ভিশা ঃ

অসুর অন্ত যামি অনাদি ঈশ্বর। গোবিন্দ পরমা নন্দ সর্ব্বদেবে শ্বর ॥ অ আকার রূপেতে প্রভু সর্ব্ব বর্ণে লিপ্ত। সর্ব্ব বর্ণে স্থিতি যৈছে পুষ্পগন্ধ যুক্ত ॥ অসংখ্য অগন্য গুণ নাহি আর অন্ত। নাম লাগি বহু বক্ত হইল। অনন্ত ॥ অচ্যুত অনন্ত হরি অদিতি নন্দন। অমরে রাখিলে হরি হইয়া বামন॥ আত্মারাম আত্মাময় অখিলের পতি। অক্ষয় অব্যয় হরি অগতির গতি ॥ অন্ত যামি সনাতণ অপার মহিমা। অধম অকৃতি জনে দিনে দিবে সিমা ॥ ক কৃষ্ণ কৃপাময় প্রভু কমল লোচন। কেসি সত্রু কেসব কৈলে কালিয় মর্দ্দন॥ কংসারি কৈটভ হারি কস্যপ তনয়। শ্রীকৃষ্ণ কিশোর কর্ত্তা জমি বিশ্বময় ॥ কর্ণধার কৃপাময় নন্দের নন্দন। অম্য রূপ ধারি কৃষ্ণ করুণ কারণ ॥ কস্তুভ ভূষণ কান্ত কমলার পতি। কল্প তরু কৃপাসিন্ধু কিঙ্করের গতি

খ খড়্গাস্ত্রের ভয়হারি কম্পে মোর প্রাণ। রক্ষ প্রভু কেশবে
তে প্রভু কর পরিত্রাণ ॥ খগেন্দ্র বাহন প্রভু উপেন্দ্রের অপার
ণ। খধাত্তি দানবগণে প্রভু রক্ষা কৈলে প্রাণ ॥ গ গোলোক গ
মন চন্দ্র গোবিন্দ গোপাল। গদিনাথ গদাধর গরুর ধ্ব
জ্ঞান ॥ ঘ গোবর্দ্ধণ ধরিহরি হস্তে গিরিধারি। গোধূলি
ধূসর অঙ্গ রূপের মাধুরি ॥ ঘোর সংসার ঘোরে প্রভু ঘন
শ্যাম। ঙ না করি না ঠেকিয় কৃষ্ণ বলরাম ॥ ঙ ওঁকার প
রম ব্রহ্ম উপেন্দ্র উর্দ্ধিশ্বর। উঃ পাত আঘাত কর বিশ্বে
র ঈশ্বর। চ চন্দন চর্চিত অঙ্গ চন্দ্র কলেবর। চক্রপাণি
চক্রধর প্রভু চরাচর ॥ চিন্তামনি চক্ষু ভুজ চিদানন্দ রূপ।
চরাচর গুরু প্রভু চৈতন্য স্বরূপ ॥ ছ ছিষ্টিকর্ত্তা ছিষ্টিছলে
করহ পালন। ছলকরি বলিরে ছলিলে জনার্দ্দণ ॥ জ জয়
জয় জগন্নাথ যশোদা নন্দন। জগন্নায় আদ্য বিষ্ণু ব্রহ্ম সনাত
ন ॥ অন্তি অন্তান্তরে দেখ শ্রীনন্দনন্দন। জজ্ঞেশ্বর জোতি
ময় জগৎ জিবন ॥ জনার্দ্দণ জগদীশ জগত আধার। জগ
বন্ধু জগদিশ জনক সভার ॥ ঝ ঝলমল কুণ্ডল দুলিছে দু
ই কানে। ঝনর্ঝ নপুর বাজে কোমল চরণে ॥ ঝঙ্কার কর
এ মধু লোভে ভক্ত ভৃঙ্গ। ঝলমল ভুষণে ভুষিত শ্যাম অ
ঙ্গ। ঞ ইঙ্গিতে ইন্দ্রত্ব দাও প্রভু ভালিবায়। ইঙ্গিতে ইন্দ্রে
র তেজ করিলে বিনাশ ॥ ট টঙ্কারে ভাঙ্গিল প্রভু শিব গা
ণ্ডি খণ্ড। কোদণ্ড ধনুক ধারি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥ ঠ ঠাকুর ই
শ্বর শুনি ঠাকুর পরম। ঠেলনা চরণ হইতে সুবড় অধম ॥
ড ডমুর গানেতে শিব কৈল ভ্রবময়। অনুবন্ধ গল্লায় প্রে
ম হইল নিশ্চয় ॥ ডরে ইন্দ্র দেব প্রভু হইয়া বিবেক। শু

রাজি সাজিতে ইন্দ্র কৈল অভিষেক ॥ উগ্র শীল কালিয় স
র্প রাজি চিনিল্ল রক্ষা। তথাপি তাহারে দিল পাদ পদ্মে চিহ্
ন্। ডম্ফ বাদ্য করি ধ্রুব ললিতা নাচায়। কানুরাই এক ঠাঁই
গোপিরা দোলায় ॥ ঢ ঢল২ শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ পরশে।
গর২ ভাবে ঘোর প্রেমানন্দে ভাসে ॥ রাই কানু দোঁহে প্র
মে ঢুলিয়া বিহ্বল। আনন্দ সাগরে দোঁহে ভাসে নিরন্তর॥
ঢলুর২ বাহু রাই কানু ঢলু২ আঁখি। প্রেম মদে দোঁহে মত্ত
দেখে সব সখি॥ ত ত্রাণ কর ত্রাণ কর্ত্তা তাপিত অন্তর।
তুলসী বল্লভ তুমি ত্রৈলোক্য ঈশ্বর ॥ ত্রিগুণ অতীত তুমি
ত্রিজগত পতি। ত্রিবিক্রম তোমাবিনে অন্য নাহি গতি॥
থ স্থূল সূক্ষ্ম রূপ স্থিতি করিলে ধারণ। স্থান দিয়া অন্তে
তব রাতুল চরণ॥ দ দিনবন্ধু দিননাথ দেব দেবেশ্বর। দ
য়ার সমুদ্র দয়াময় দামোদর ॥ দারিদ্র্য দনুজ নষ্ট দৈ
বকি নন্দন। দ্রৌপদির লজ্জা হরি কৈলে নিবারণ ॥ দ্বারি
কার নাথ দয়া কর দয়াময়। দুঃখ নিবারক দাতা দিও প
দ দ্বয় ॥ ধন্য ধরাধর কেলে ধরিলা ধরনি। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ
রাজে চরণ দুখানি ॥ ধন্য তবগুণ হরি বলিতে কা পারি
ধরি গোবর্দ্ধন গিরি হলে গিরিধারি॥ ধন্য তব কৃপানাথ
ধন্য ভক্তি লীলা। ধনঞ্জয় পাণ্ডবের সারথী হইলা॥ ধ ধূ
মকেতু নাম রাখিতে কলি ধর্ম্ম। ধরাধর গঙ্গাধর জানে
তব মর্ম্ম॥ ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তা ধাতা ধরণির পতি। ধরনি লো
টায়ে করি অসংখ্য প্রণতি। ন নম২ নরোত্তম শ্রীনন্দ নন্দ
ন। নবিন নিরদ অঙ্গ কমল নয়ন॥ নম২ নরহরি নারা
য়ন। নন্দাত্মজ নিত্যানন্দ নন্দবদন॥ প পরেশ পর

ক কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপা মোহন কেশব করুণা ময় করুণা নী
রণ কর্ত্তা গোবিন্দায় নম ২॥
খ খগেন্দ্র বাহন জন্য খিন্নোদার্ণব আবাস কৌপীন প
ক্ষে শ্রীধর কৃষ্ণ গোবিন্দায় নম ২॥
গ গোপীনাথ গুনশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ গরুড়াসন গোপেশ গো
লোকাকান্ত গোবিন্দায় নম ২॥ ঘ ঘনশ্যামল ক
পট নিন্দবেষ্ক মোচন মোবাহি মর্দ্দন কারি গোবিন্দা
য় নম ২॥ ঙ উকারন্ত পরং সুক্ষ্ম সর্ব্ব বীজ প
রং উপেন্দ্র বিশ্বরূপঞ্চ গোবিন্দায় নম ২॥
চ চিন্তামনি চিদানন্দ চক্রপাণি চতুর্ভুজ চরাচর পতিভু
ক্তি গোবিন্দায় নম ২॥ ছ ছেষ্ট সর্ব্বগুণাবিশ ছি
ন্নি হৃতি পদাজ কছিস্তির কছিছি কর্ত্তা গোবিন্দায় নম২
জ জনাদ্ধ পাজগৎ কর্ত্তা জগন্নাথ জগৎ পতে জগদীশ্বরং
জগৎ ভর্ত্তা গোবিন্দায় নম ২॥ ঝ বালং কৃতং
স্বথাপুচ্ছং তিলক অলকাবৃতং মন্দলেচটীতা অঙ্গ গো
বিন্দায় নম ২॥ ঞ ইয়ং ঘোর ভবনাশ কুমেকা
মধু সুদন ইন্দিরাম সনির্ণয় গোবিন্দায় নম ২॥
ট টংকার জপতে যেন কৃষ্ণ নাম ধনু যবেৎ ভব ভগ্ন ম
নি হৃত্তাক গোবিন্দায় নম২॥ ড ডুকি করণে নষ্ট
প্রাণ বিনা ভক্তী জনার্দ্দনে হবিরেকা গোপীনাথ গোবিন্দা
য় নম২॥ ঢ ঢর ঢরং রাধিকানন্দ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দ
মোহন রাসমোন্দাসি শ্রীদানন্দ গোবিন্দায় নম ২॥
ণ আনন্দ পরমানন্দ নন্দ নন্দন কুন্দ গোবিন্দ পরমান
ন্দ গোবিন্দায় নম ২॥ ত ত্রিবিক্রম ত্রিলোকেশ

ত্রিভঙ্গ শ্যাম সুন্দর বারজব কৃপাসিন্ধু গোবিন্দায় ন
ম ২। ক্ষিতিতল ত্রিদিপ পাবন পরমাত্মা প
দ্মপদ ধ্যান দেহি পাদ পদ্মে গোবিন্দায় নম ২।
দ দামোদর দয়াসিন্ধু ত্রৈলোক্য নাথ দৈবকী নন্দ
ন কৃষ্ণ গোবিন্দায় নম ২। ধ্বজ বজ্র
কমল চরণাম্বুজ ধরাধর শ্রীধর গোবিন্দায় নম ২।
ন নির্গুণ শ্যাম নিরঞ্জন বর গোচর নন্দ আত্ম
গোবিন্দায় নম ২। প পরমেশ পরম ব্রহ্ম প্রভু প
তিত পাবন প্রহ্লাদ পাণ্ডব রক্ষক গোবিন্দায় নম ২।
ফ ফুলেন্দীবর শ্যামাঙ্গ বৈকুণ্ঠ অবিনাশ কৌস্তুভে ভূষ
ণাঙ্গ গোবিন্দায় নম ২। ব ব্রজেন্দ্র ব্রজনাথ
বামন বনমালিন বৃন্দাবন বিহারী গোবিন্দায় নম ২।
ভ ভগবান সর্ব্বভূতাত্মা ভূপতি ভুবনমোহন ত্রিভঙ্গ ভ
ঞ্জন কৃপা গোবিন্দায় নম ২। ম মদন
মদনমোহন মুকুন্দ মধুসূদন মাধব মথুরা নাথ গোবিন্দা
য় নম ২। য যশোদা নন্দন কৃষ্ণ যাদব যদুনন্দ
ন যাদবেন্দ্র যদুশ্রেষ্ঠ গোবিন্দায় নম ২।
র রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম রঘু নন্দন রাধিকা রমন
রাম গোবিন্দায় নম ২। ল লক্ষ্মীকান্ত লোক না
থ লক্ষেশ্বর বিনাশক লক্ষ্মী নারায়ণ কৃষ্ণ গোবিন্দায় নম
ব বিষ্ণু ব্রহ্মণ্য দেবায় বাঞ্ছা কল্প তরু গুরু বৈকুণ্ঠ বামন রূ
প গোবিন্দায় নম ২। শ শিবপদ সীতানাথ
শিশুপাল শ্রীপ্রভু শিক সুতা শ্যামি গোবিন্দায়
নম ২। য ষট পদ ভজ ভজনানন্দ পুষ্টিতে

জগন্নাথ জং সুরেশ্বর সর্ব্ব ভূতাত্মা গোবিন্দায় নম ২ ।
গ সর্ব্ব মঙ্গল্য মঙ্গল্যং হরিং চৈতন্য সনাতন সর্ব্বেশ্বর
সদানন্দ গোবিন্দায় নম ২ । হে হাকৃষ্ণ হরি হরা
নন্দ হরেকৃষ্ণ হরেহরে হানাথ রাধিকানাথ গোবিন্দায় নম
ক কৌনি পতি সুরপতে । শ্রীপতে কমলা পতে কেশং
জুরু কেশান্নিক গোবিন্দায় নম ২ ।
ইতি মানস তন্ত্রে ধর্ম্ম নুক্ত সংবাদে গোবিন্দ বর্ম্মা কৃষ্ণ
প্রণাম সমাপ্ত ॥

অথ শ্রস্বথতি বন্দনা ।

নমঃ২ নম মাতা দেবী সুরেশ্বতি । গোবিন্দ ব্রহ্মভাগেশ্য
ভারতী ভগবতি । জগতের ইশ্বরি মাতা শ্বেতাবজরূপিনি
বাকেশ্বরি কেশ ধরি ব্রহ্মকল্যাণি ॥ শ্যমল কমল দ
ল চরণ জুগল । নখ চান্দ নিন্দি চান্দ করে ঝলমল । অ
রুণ কিরণ জিনি রাতুল চরণ । তদোপরি ভাল শোভা নু
পুর রতন ॥ বানি বিনা পাণি দেবী এবাক বাদিনী । বি
দ্যায়ী বুদ্ধিদাতা বিদ্যা বিনোদিনি ॥ তমি কৃপা কল্লিন
তা যদো জার মুখে । অনা যাসে তর ভয় সেই জন শখে
ঈশ্বরের শক্তি সর্ব্ব কণ্ঠে করস্থিতি । তুমি জাথে নাস্তি সে
ই হয় সবাকৃতী । এক দান গোলকে শ্রীগোলকের চন্দ্র
তব পাণ বাদ্যে প্রভু হইয়া আনন্দ ॥ ধন্য ধন্য তব জন্ম
গোলকে উঠীল । উচ হএ কৃষ্ণ চুড়া তব মাথে দীল ॥ ত
দবধী পী নৃহ চুড়া শোভে সরোপরি । ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীমা ঠা
ন নাবন্য মাধুরী ॥ এদাস দীনদ পদে করযোগ্য মানতী ;
অন্তীম কালেতে কণ্ঠে রহো সুরেশ্বতী ॥

অথ গঙ্গার প্রার্থনা ॥

নমঃ২ নম গঙ্গা ব্রহ্ম সনাতনি। দ্রবময়ী কৃষ্ণময়ী ইষ্টপ্র
দায়িনি॥ গোলোক ধামেতে গিয়া প্রভু মৃত্যুঞ্জয়। নাম জা
নে রাধাকৃষ্ণ দৈবাৎ দ্রবময়॥

তথাহি॥ শিব সঙ্গিত সম্মোহন শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ দ্রব ভবা॥
রাধাঙ্গ দ্রবসংযুক্তাং তাং গঙ্গা প্রণমাম্যহং॥

ব্রহ্মা দেব সেই দ্রব কমণ্ডলে ধরি। কৃতার্থ হইল প্রভু
প্রভু ব্রহ্মচারি। বলিরে ছলিতে যবে হইয়া বামন। ত্রিপা
দ ভূমিতে লইল এতিন ভুবন॥ একপদ ব্রহ্মলোক যখন
উঠিল। কমণ্ডলে জলে ব্রহ্মা পাদ্য অর্ঘ দিল॥ পরে ভ
গীরথে কৃপা করি সুরধুনী। ত্রিপথ গাইলা মাতা গঙ্গা
নারায়ণী॥ জটা মধ্যে ধরিলেন মাতা মহেশ্বর। গঙ্গাধ
রি ত্রিপুরারি নাম গঙ্গাধর॥ সগর রাজার বংশ ভস্মীভূ
ত ছিল। পরশ মাত্র সবজন উদ্ধার হইল॥ চতুর্ভুজ হঞা
সভে চড়িয়া বিমানে। গঙ্গা হরি বলি গেলা বৈকুণ্ঠ ভবনে॥
অজ্ঞানেতে চতুর্ভুজ জ্ঞানে কিবা গতি। কি জানি অধম আ
মি জানিতে পশুপতি। চতুর্বেদে বেদব্যাস অক্ষম বর্ণিতে
সারদা গনেশগুণ নারিল লিখিতে॥ অচিন্ত্য অব্যক্ত মা
গো মহিমা অপার। ঋষি জানি ব্রহ্ম মহীগুণ আপনার॥
শৈব বৈষ্ণব আর শক্তি উপাসক। সৌরগাণপত্য সভার মু
ক্তি দায়ক॥ পঞ্চবিধ তন্ত্রমন্ত্র চৈতন্য কারিনী। ইষ্টদা
মোক্ষদা ইষ্টভক্তি প্রদায়িনী॥ মাতা পিতা ভাই বন্ধু দারা
পুত্রগণে। মড়িলে টানিয়া তারা ফেলায় শ্মশানে। পক্ষী

গন দেখি বস্তে বলে হরিহরি। ভব তটে গেলে সবগাও ক্রোড়েকরি॥ মরি২ ধন্য একি কৃপা অদ্ভুত। সবকে কেসব করো দেও চতুর্ভুজ॥ হরিপা দোদ্ভবা হরি করহ নিস্তার। দান বিনদ অবাঞ্ছিত হতে নারায়ণ॥ গঙ্গা নাম স্তবনেতে জতো পাপহরে। মহা পাপি হএ পাপ করিতে না পারে॥ তোমার সলিলে জদি স্নান করে নর। কি করিতে পারে তারে যমের কিঙ্কর॥ দয়াময়ি দয়া ভবনাহি পারাবার। তিনকোটি অলতার করহ উদ্ধার॥ তথাহি জয়া পুর্ব্ব বাহিনী গঙ্গা সকৃৎ ভক্তাব গাহিতা। তেষাং অসানাং লক্ষণ্ণ ভবাৎ তারয়েৎ পিবেত্‌॥

তব জল কলা নাশ করে ব্রহ্ম দণ্ড। অখণ্ড মহিমা তব প্রতাপ প্রচণ্ড॥ জয়২ ভাগিরথি সর্ব্ব তির্থময়ী। তিয় জননি দ্রবময়ী ব্রহ্মময়ী॥ তবজল স্পর্শে রোগ সোকপাপক্ষয়। না কেবল পাপক্ষয় প্রেম ভক্তি হয়॥ তবনিরে স্নানদান জে করে তর্পন। পিতৃগন তারতার করয়ে গমন॥ ধন্য ভগি রথ কিতি এ মহি মণ্ডলে। গঙ্গা নারায়ণী ব্রহ্ম আনিলে ভুতলে॥

গ্রন্থ ভুমিকা॥

সভাকার পাদ পদ্মে করি নিবেদন। বন্দনায় দেসা দেস কর বিমোচন॥ আর এক নিবেদন শ্রীগুরু চরণে। কপা করি বাক্য প্রভু করহ পূরণে॥ ভক্তমাল কথা শুনে সাধুর বদনে। রচিবারে সেই কথা চাহে মুঢ়াধমে॥ একে মুঢ় তাহে পাপি নানা পাপে রত। পাপেতে সন্তোষ হভু নাহই বিরত॥ মহাক্রোধী মহালোভি পাপিষ্ঠ দর্জ্জন

মোসম জগতে অন্য নাহি নরাধম ॥ নিন্দুক কামুক মি
থ্যাবাদি দুরাচার । মোর মুখ জেবা দেখে নাজোটে আহা
র ॥ জোর মুখ হেরে নর করে চন্দ্রায়ণ । মোর ছায়া পর্শে
তার পুন বিমোচণ ॥ পুরুসের কিট হৈতে মুইনিচ অতি
সাধুর পদার বৃন্দে করিএ মিনতি ॥ অক্ষর বিন্যাসে জোগ
নাহি জানি লেশ । কেমতে লিখিব গ্রন্থ ভাবিস বিসেষ ॥
কাষ্ঠ বিড়াল যৈছে সমদ্র বন্ধনে । সুমেরু লঙ্ঘিতে ইচ্ছা ক
রে পঙ্গু জনে ॥ তেমতি করিএ ইচ্ছা পাপি নরাধম । ক
ল্প তরু গুরুগণ পতিত পাবণ ॥ শ্রীগুরু পদার বৃন্দ করিয়া
ভাবনা । জ্ঞানহিণ তবু করি অক্ষর জোজনা ॥ তৃণ সহ পুষ্প
গাথে জেমত মালেনি । গুএ সহ জোজনা করএ রত্ন মুনি
কাঞ্চণে গুঞ্জার সহ করএ গুজনা । সেইমত সাধু জেন মু
ক্ষের রচণা ॥ হস্তাঞ্জলি গলে বস্ত্র দন্তে তৃণ ধরি । অধম বি
সদ দোষ ক্ষেম কৃপা করি ॥

জয় ২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ । জয়াদ্বৈত চন্দ্র জ
য় গৌর ভক্ত বৃন্দ ॥ শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদ পদ্ম করি সার
জাহা হৈতে পার হব এভব সংসার ॥ চতুর্দ্ধশের ভক্তগ
ণের বন্দিব চরণ । তোমা সভার কৃপা হৈলে মিলে প্রেম ধণ ॥
শ্রীহরি বল্লভ পারিসদ হরিদাস । তাসভার পদরজ মো
র পঞ্চ গ্রাস ॥ গুরুকৃষ্ণ ভক্ত ভক্তি এই চারি এক । এক বস্তু
চারি রূপ ধরে পরত্তেক ॥ এখন লিখিএ নাভার জনম বি
ত্ত্যান্ত । জেমতে পাইল নাভা কৃষ্ণ তত্ত্বমন্ত্র ॥ একজন নি
চ জাতি দারিদ্র আছিল । রমনী তাহার এক পুত্র প্রসবি
ল ॥ জখন বালকের কিছু বয়েস হইল । হেনকালে তার

মাতা পঞ্চত্ব পাইল ॥ তবে তার পিতা হৈল অত্যন্ত কাতর। কিরূপে পুসিব পুত্র ভাবে নিরন্তর। এতেক চিন্তিয়া পুত্র কোলেতে লইয়া। অগ্রদাস সাধু দ্বারে গেল ফেলাইয়া॥ বালক ভাগ্যের কথা কহনে না যায়। সাধুর উচ্ছিষ্ট অন্ন কুড়াইয়া খায়। সাধুগণ করে যথা পাদ প্রক্ষালণ। সেইজল পান করে নিচের নন্দন॥ কত দিন পরে তার জ্ঞান উপজিল। বিনাশ্রমে ভুক্তি অন্ন ভাবিতে লাগিল এতেক চিন্তিয়া স্থির ভাবে মনে মন। সাধুর মন্দির দ্বার করএ মার্জ্জন। অগ্রদাস সন্তকরে হরির অর্চ্চন। সেইকালে শিষ্য তার করিল স্মরণ। সমুদ্রের নিরে তরিকরে টলমল। রক্ষা কর তাহি গুরু দর্ব্লের বল॥ মাভৈ বলিয়া গুরু তোলে বাম হস্ত। তাহা জানি ডোম পুত্র হৈল সমব্যাস্তা উৎকণ্ঠা হইওনা প্রভু সেবাকর তুমি। বানির্ব্বেগ্যের তরনী উত্তিন্ন করি আমি॥ এতেক বলিল যবে নিচের নন্দন। ধ্যান ভঙ্গ চমকিত ভাবে মনে মন॥ বালক নিকটে আসি জিজ্ঞাসএ বাত্রা। কোথা অবস্থিতি কর কেবা মাতাপিতা॥ কেমতে করহ তুমি উদর পালন। কহ সত্য সত্যবাদি মোর সন্দর্শন। কেমতে জানিলে তুমি ধ্যানের করণ। কেমতে জানিলে তুমি তরীর পতন॥ মোবড় অধম নিচ ডোমের নন্দন। কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বকে করএ নিবেদন॥ শিশু কাল হৈতে করি তব দ্বারে বাস। চর্ণামৃত পিত্র আমি লাগিলে পিয়াশ। উচ্ছিষ্ট পত্রের অন্ন কুড়াইয়া খাই। তাহাতে সন্তোষ অন্যত্রেতে নাহি যাই। এতশুনি অগ্রদাস জানিলেন তত্ত্ব। চরণামৃত প্রসাদের মহিমা মহাত্ম॥

তবে আজ্ঞা দিল অগ্রদাস বুঝিয়া। স্বরূপ নিষ্ঠা হইবে স্ব
র করিব প্রদান। পরে সত্ত্ব দিয়া তারে কৈল অঙ্গীকার॥
আজ্ঞা দিল ভক্তমাল করহ প্রচার। গুরু তত্ত্ব ভক্ত তত্ত্ব ভগ
বান তত্ত্ব। ভক্তিতত্ত্ব শেষ কৃষ্ণ গুণানু চরিত্র॥ আজি হৈতে
নাম তোর হৈল নাভাদাস। ভক্তমাল নামে গ্রন্থ করহ প্র
কাশ॥ তবে নাভা গুরুপদে করে নিবেদন। বিদ্যা নাহি
জানি কৈছে করিব বর্ণন॥ এতেক বচন শুনি কহে অগ্র
দাস। অবশ্য পূরিবে আজ্ঞা নাহি কর ত্রাস॥ কৃষ্ণের অচি
ন্ত্য শক্তি শুন গুণ মণি। অঘট ঘটান আর নাম চিন্তামণি
তারির পকন তোরে দেখাইল জেই। ভক্তমাল গ্রন্থ তো
রে দেখাইবেন সেই॥ গুরু আজ্ঞা মাথে সাষ্টাঙ্গ করিয়া বিদা
য়। ভক্তমাল গ্রন্থ নাভা করিল প্রকাশ॥ প্রথমে রচিলা
কৃষ্ণ পাদ পদ্ম চিহ্ন। গুরুনিষ্ঠা তত্ত্ব আর গুরুভক্তি ধর্ম্ম ও
কত অবতার তার কেকরে গনণ। চব্বিশ অবতার মাত্র ক
রিল বর্ণন॥ অন্তরঙ্গ পারিষদ গনের মাহাত্ম্য। হরিব
ল্লভ জনার জানান বিত্তান্ত॥ জতেক লিখিল তাহা কেক
রে গনণ। নাভাজি উচ্ছিষ্ট শেষ করিয়া ভক্ষণ॥ কিঞ্চিৎ
লিখিয়া তার পাইয়া প্রসাদ। মুক্তাধম বিনদের ক্ষেম অ
পরাধ॥

অথ পাদ পদ্ম চিহ্ন॥

রাতুল অম্বুজ পদঃ জিনি জবা কোকনদঃ রাতুল চরণ দুই
খানি। রতন নপুর সাজেঃ মধুর২ বাজেঃ নাচলিতে বাঞ্
ছ আপনি॥ সিতল পদার বিন্দুঃ নখশ্রেনি কোটি ইন্দুঃ সু
ধা মাখা কমল চরণ। ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ চিহ্নঃ পদতলে তি

র২ঃ চন্দ্রাঙ্ক কলস সংশোভণ ॥ মধ্য চক্র সংপুষ্টিকঃ উক্তয়ে
ণা কোনাস্টকঃ খণ্ড পদে আকাশগঙ্গাস্রোতা। গোস্পদ ত্রি
কোন অথঃ মন্দাকিনী উদ্ভবঃ ভকত জনার মনো লোভা॥

। শ্লোক। তথাহি।

চন্দ্রাঙ্কং কলসং ত্রিকোনং ধনুস্তিং খং

শুক্র নৈষ্ঠিক।

একদা জানকী রূপা বিধৃত্বা হর মোহিনী॥
জক্তিকী ইষ্টশক্তিচ শিব স্বারাৎ প্রকাসএৎ। ১

ত্রেতাজুগে রাম চন্দ্রঃ দাসরথী পুত্র বৃক্ষঃ পিতৃ আজ্ঞা
করিতে পালন। কোদণ্ড ধনুক ধরিঃ কল্যা প্রভু বনাচারি
সঙ্গে সিতা অনুজ লক্ষ্মণ। রাবণ হরিল সিতাঃ শ্রীলক্ষ্মী
জনক সুতাঃ কান্দে রাম অরন্য মাঝারে। কোথা রৈলে
প্রাণ প্রিএ কান্দএ সদাই হিএঃ তবজানি হিদয় বিদরে
হেন কালে হর গৌরিঃ দূর্গা শিব ত্রিপুরারিঃ বনমধ্যে ক
রএ ভ্রমনে। রামের রোদন শুনিঃ সর্ব্ব জ্ঞাতা ত্রিলোচনি
ভতু জিজ্ঞাসেন ত্রিলোচনে। স্তেহ কত মম প্রতিঃ ইষ্ট প্র
তি কত ভক্তিঃ ইচ্ছা কৈলমাত্রা ইচ্ছা ময়ী। শিব কহে গৌ
রি শুনঃ জেনে বুঝি নাহি জানঃ কান্দিছেন মোর প্রভুরাম
শুনিয়া শিবের বাণীঃ চলিলেন কাত্ত্যায়ণীঃ জেখানে কা
ন্দিছে ভগবাণ।

শুক্র নৈকিক।

সিতা মূর্ত্তি ধরে গৌরিঃ কহে কৃতাঞ্জলি করিঃ আর কে
ন কান্দ দাসরথি। দেখিয়া জগৎ ধাত্রিঃ সংভ্রমে জগৎ
পতিঃ প্রনমি মাগো উমা ভগবতি। শুনিয়া রামের বানিঃ

হেন্ত মাথে কাত্যায়ণীঃ নিবেদ্রে কহিল বিবরণ। হায় কি
করিল গৌরিঃ গুরু শান্তি মূর্ত্তি ধরিঃ মোরে কেন কৈলে
বিড়ম্বন। হাস্যে কহে কাত্যায়নিঃ নিতাকপ ধরি আমি
গুরু নিষ্ঠা জানিতে তোমার। শুনি মহেশ্বর হরঃ অপরা
ধ ক্ষেমাকরঃ ইথে দোষ নহিবে আমার। এদাস বিনো
দে কয়ঃ সুন প্রভু দয়াময়ঃ মননিষ্ঠা থাকে শ্রীচরণে। মূ
ক অধম আমিঃ গুরু তত্ব কিবা জানিঃ না হেরিহ দোষ অ
কিঞ্চণে।

গুরু নৈষ্টিক।

শ্রীকৃষ্ণ সাধেন জন্য ধ্রুব পুন্নবান। নারদ উপদেসে গেলো
বৃন্দাবন ধাম। ধ্যান করে যুবরাজ ধ্রুব মহাশয়। এক পা
দে অবলয় ধ্যানানন্দময়। জথা উপদেশ দিক্ষ্যা দিল তপ
ধন। ধ্যানকরে সেই মূর্ত্তি মূদিয়া নয়ণ। ধ্রুবের সাধন
দেখি প্রভু ভগবান। অবিলম্বে আইলা হরি ধ্রুব সন্নি
ধান। কপালে তিলক সোভে কর্ণেতে কুণ্ডল। নাসাগ্রে
তে গজ মুক্তা করে ঝলমল। সম্মুখে গোবিন্দ তাহা নাহি
বাহ্যজ্ঞাণ। নারদ দিক্ষিত মন্ত্র হৃদে করে ধ্যান। তবে হ
রি হৃদি হইতে রূপ নিল হরি। কেমিলহরিয়া মোর হরি
চুরি করি। বচ্ছ হাড়া গাভি যৈছে উৎকণ্ঠা অন্তর। কাটা
নশু জিব জেন করে ধড় ফড়। জল ছাড়া মিন যৈছে ব্যা
কুলীকরয়। বৈকলতা তৈছে করে ধ্রুব মহাশয়। জেইমা
ত্র সকাতরে চক্ষু মিলি চায়। সম্মুখে জলদ তনু দেখি বা
রে পায়।

গুরু নৈষ্টিক।

কৃষ্ণ বলে কেন বাপ করহ রোদন। তবলাগি ছাড়ি আ
ইলাম বৈকুণ্ঠ ভুবন। তুমি কেনে হবে প্রভু মোর গতি নাথ

তথাপি তোমারে বলি বহু ধনি পাত ॥ ধ্যানে নাই গজ
মুক্তা গুরু নাশাতে। গজমতি দেখিতেছ মামার অগ্রেতে
সেই ধ্যান গুরু মোরে দিল উপদেশ। তাহা ভিন্ন সাহি
জানি কহিল বিশেষ ॥ ধন্য২ শুদ্ধ তব নৈষ্ঠিক অপার। কি
সেবা সুখিব আর বাপরে তোমার ॥ অতএব গুরু বাক্য এ
ব্য করমন। বিশ্বাস হইলে হবে অভিষ্ট পূরণ।

গুরু নৈষ্ঠিক।

ব্রহ্মচারি ব্রহ্মানন্দ বড় জ্ঞানবান। গুরু মন্ত্র জপে আর গু
রু মুর্ত্তি ধ্যান। বহু জপ কৈল মন্ত্র নাহি তার অন্ত। বহু
পুরশ্চরণ কৈল হইয়া একান্ত ॥ একদিন গঙ্গা তিরে বসি
ব্রহ্মচারি। হেনকালে আইলা তথা অষ্ট কুমারি। পরম
সুন্দরি তারা রূপে গুণে ধন্যা। অন্তরে জানিলা বুঝি হবে
দেব কন্যা॥ সুবর্ণ কলস কক্ষে দিয়া সবে। গঙ্গাজল পু
রে তারা প্রেমানন্দ ময় ॥ প্রনমিয়া ব্রহ্মচারি কহেন বা
রতা। কাহার দুহিতা সবে কাহার বনিতা ॥ কোথা হৈ
তে আইলে মাগো কহত নিশ্চয়। নরনারী নহে মোর মনে
এই হয় ॥ ব্রহ্মচারি ভক্তি দেখি কুমারি কাগণ। গঙ্গা জল
নৈর আর কৈলাশ ভবন ॥ ভগবতি স্নান হেতু গঙ্গাজল
পুরি। এতশুনি জোড় হস্তে কহে ব্রহ্মচারি। তোমা সভা
কার পদে মোর নিবেদন। জিজ্ঞাসিবে২ কবে পাব দরশন

গুরু নৈষ্ঠিক ॥

ব্রহ্মচারি কহিলেন এই মাত্র উক্তি। ভগবতি নিকটে জা
ইতে নাহি শক্তি ॥ এতশুনি ব্রহ্মচারি ভাবি মনেমন। দি
ব্য পত্রে মুল মন্ত্র করিল লেখন ॥ এই লিপি কৃপা করি দে

ক দুর্গা স্থানে। প্রত্যুত্তর দিলে এন্য মোর সক্তি থাকে॥ ত
থাও বলিয়া করি জয়২ ধ্বনি। কৈলাশ উপরে লিল সেইপ
ত্র খানি॥ কৈলাসেতে গঙ্গাজল জখন আনিলো। স্নান
গারে গিএ দূর্গা আনেতে বসিল। কেহু জল ঢালে কেহু
করএ মর্জ্জন। শ্রীঅঙ্গ পরসি লিপি চরণে পতণ॥ তা দে
খয়া ভগবতি বিলম্ব পত্র লৈয়া। পাঠকরি উত্তর লিখিয়া
দূর্ব হৈয়া॥ নয়াণ কজ্জলে মন্ত্র সোধন করিয়া। বিল্যাক
ক্ষ ঘট মধ্যে দিলেন রাখিয়া॥ এইপত্র তোমা দিগ্যে জো
ধা দিয়াছিল। তারে দেহ গিয়া দুর্গা এ আজ্ঞাকরিল॥
স্বাএর আদেশপত্র লৈল জত্ন করি। সমর্পিল সেই লিপি
জথা বৃক্ষ চারি॥ সজত্নে দেখিয়া পত্র নিরানন্দ হৈল। শু
ক মন্ত্র সংসোধন দেখিতে পাইল॥ গুরু দত্ত মন্ত্র বিধি
হয় পরাধ্য পর। গুরুহৈতে দুর্গা তুমি নহ শ্রেষ্ঠতর॥ নন্দ
জা গিরিজা গৌরি সতি দাক্ষায়নি। বুঝিভুলিয়াছ মাগো
তোমার রমনি॥ গুরুদত্ত মন্ত্রমোর সেই বৃক্ষ হয়। অধি
ষ্ঠাব করাইতে তব জোগ্য নয়॥ গুরুমন্ত্রে দায় আর জানি
য়া বিশায়। অবিলম্বে আইলা দুর্গা ছাড়িয়া কৈলায়॥ ধ
ন্য২ বাপত্তব নিষ্ঠা গুরুমন্ত্রে। দায় ভাজানিতে মুই ফিরি
লা তদন্তে॥ সকাএতে মোরসঙ্গে চলহ কৈলাষ। সুধারি
লাম তব মন্ত্র জানিতে বিশ্বাশ॥ এদাস বিনোদেকহে শু
ন মোণ সান্ত। গুরু মন্ত্রে ঐক্য রেখ না হৈইও ভ্রান্ত॥

অথ ২৪ অবতার।

চতুর্বিংশ্য অবতার হরি ধরেণ আপনি। মোচ্ছার অধমা

বুস বর্ত্তিতে কিজানি । লাভাজিউ বর্ত্তিলেন চর্ব্বিশ অবতা
র । শিখিয়া কিঞ্চিত যথা আদেশ তাহার ॥ মৎস্যরূপ
ধর বেদ উদ্ধার কারণ । মেদনী বরাহ রূপে দশনে ধারণ
কচ্ছপ রূপেতে পিঠে ধরিলা ধরনী । নরহরি রূপ গুণ ক
হিতে কি জানি । প্রহ্লাদে করিলা রক্ষ্যা শ্রীমধুসুদনে । অ
গ্নেতে হস্তিতে সর্পে গরল প্রদানে । সমুদ্রের নিরে হৈতে
অধি জন্তু হৈতে । প্রহ্লাদেরে রাখিলেন দয়া প্রকাসিতে ॥
হিরন্যাক্ষ্যে উদ্ধারিলে প্রহ্লাদ কারণ । ধন্যন্তর কৃপানি ধ
পান্তির পারন ॥ বলিরে ছলিলা হরি হইয়া বামন । ত্রিপা
দ ভূমিতে নিলে এতিন ভুবন ॥ ভৃগুপতি পদে মোর বহু
নমস্কার । নিক্ষেত্রী করিলা ক্ষিতি তিন সাতবার । ত্রেতাযু
গে পুর্ন্ন ব্রহ্ম রাম নারায়ণ । ধরি শাঙ্গ ধারী রাম বধিলা
রাবণ । কৃষ্ণের দ্বিতিয় দেহ শ্রীবলরাম । কৃষ্ণ সঙ্গ মনজার
কৃষ্ণ গত প্রাণ । ক্রোধ করি কালিন্দিরে আপনি ভেদিলা
কলিন্দ নন্দিনি শুভ্র আপনি মিলিলা ॥ হিংসা যজ্ঞ নি
ন্দা কৈলা বোধ অবতারে । অহিংসা পরম ধর্ম্ম দয়া হৈলে
নরে ॥ ম্লেচ্ছ নিধন জন্য কল্কি রূপ ধরি । কুমে ক্লেশনাশে হ
রি ধরিবে শ্রীহরি । দশ শিষ্ট কল্পধারি ব্রহ্মসনাতন । দশা
কৃতে কৃতে কৃষ্ণ শ্রীনন্দ নন্দন ॥ বেদ ব্যাস পিথু আর হং
স মহনুমন্ত । যজ্ঞরিসভয় গুরু ধেনুধন্ব মন্ত ॥ নন্দীপদ
উদ্ধব কপিল অশ্বাশয় । সনকাদ্য চারি জন ব্রহ্মার তনয়
এইত নিখিল অবতারের বর্ণনা । কত অবতার তার কেক
রে গণন ॥ এবে কহি ঈশ্বরের অন্ত রঙ্গ গণ । বিধি সদাশি
ব নারদাদি ষোলজন ॥

অথ অন্তরঙ্গ ।

অথ শিব ।

জয় ২ সদাশিব অনাদি পুরুষ । কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু প্রভু আশুতোষ ॥ শিবের মহিমা গুণ কহিতে অসাধ্য । সদা নন্দ আনন্দ রাজা লোক্য গান বাদ্য ॥ শুক্ল গঙ্গাধর হয়াদর শুভ্র বর্ণ । তিন প্রভু একরূপ নাম মাত্র ভিন্ন ॥

অথ ব্রহ্মা ।

নমঃ২ ব্রহ্মাদেব দেব প্রজাপতি । পদ্মনাভ হৈতে হয় যাহার উৎপত্তি ॥ পিতামহ মহাশয় সৃষ্টি শক্তি কর্ত্তা । ব্রহ্মাণি সাবিত্রী শক্তি জগৎ রক্ষিতা ॥ অণ্ডজ পিণ্ডজ স্বেদজ সৃষ্টিকারি । তোমার মহিমা গুণ কহিতে কি পারি ॥ মো প্রেময়াকৃতি কৈলে করিতে সাধন । ভজন কেবল আমার উদর পালন ॥ কাম ক্রোধে মত্ত । আমি নাকরি পুন্য ধর্ম্ম বিধিহত বলি আমি করি মন্দ কর্ম্ম ॥ আপনে করিএ পাপ তোমায় দোষদি । এপাপির অন্ত মোর উপায় হবেকি অতএব তব পদে করি নিবেদন । অন্তেজেন পাই আমি শ্রীনন্দ নন্দন ॥

অথ নারদ ।

কর জোড়ে বন্দিব নারদ তপোধনে । তোমা হৈতে হয় সতার অভিষ্ট সাধন ॥ প্রমত্ত পরেস ভক্তি দাতা সিদ্ধ মুনি । সেই রত্ন হয় জারে পরশিব তুমি ॥ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ধ্রুবে হৈল তোমা হৈতে । প্রহ্লাদে বৈষ্ণব কৈলা জখন গর্ভেতে ॥ ক্রোধ করি শাপ দিলে জখন অর্জ্জুনে । শাপের ফল পাইল শ্রীনন্দ নন্দনে ॥ অভিশাপে কৃষ্ণধন দিলে অহাশয় । নানা নিয়ে কৃপা হৈলে কতজন্ম দয় । অতএব ন

রদ খদেরকরি নিবেদন। ভবকূপা হৈলেপাব বৃজেন্দ্র নন্দন

অথ শনকাদী।

উদ্ধরেতা চারি ভ্রাতা নন্দন ব্রহ্মার। সনক সনন্দ তথা সনাত কুমার॥ অথ সনকাদী।

সনাতন সোনাতন ধর্ম্ম সিখাইলে। পরম দয়াল সত্তে অদ্ভুত জেলিলে॥ তোমা সভাকারবেদে মহিমা অপার। কৃষ্ণানন্দ প্রদায়ক শুদ্ধ অবতার॥ চারিসম্পাদায় এবে আদৌ রামানন্দ। মাধব আচর্য্য আর স্বামী নিমানন্দ॥ বিষ্ণুস্বামি বিষ্ণু অংস কৃষ্ণ ভক্তী দাতা। সংসার সাগর ঘোরে করহ রক্ষতা॥ অথ কপিলদেব।

বন্দিব কপিল দেব তব কৃপাধন্য। যার সিখাইলে প্রভু বৈষ্ণবের ধর্ম্ম॥ অনন্ত তাহার গুণ কহিতে অপার। বেদ ভাগবতে আছে মহিমা বিস্তার॥

অথ মনু॥

স্বায়ম্ভুব মনু বন্দ হৈয়া সাবধান। তাহার চরণার বৃন্দে অসংখ প্রনাম॥ উত্তান পাদ মহাশয় তোমাতে উদ্ভব।

অথ প্রহ্লাদ।

প্রহ্লাদ বৈষ্ণব রাজ শ্রীনিরি সিংহ দাষ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ নামে জার অত্যন্ত বিশ্বাষ। প্রহ্লাদ কারণে নর হরি অবতার। তাহার চরণ দ্বয়ে প্রনতি আমার।

অথ জনক রাজা।

বন্দিব জনক ঋষি পরম জোগেন্দ্র। সদানন্দ মগ্ন রাজা হনেন নিরানন্দ। মহা ভাগবৎ তার কিকহিব বারতা। পিত সম্বোধন কৈলা মহালক্ষ্মী সিতা॥ সুখ দুঃখ সম জ্ঞান

নাহি আপ্তপর। ঈশ্বর চরণ ধ্যাণ চিত্তে নিরন্তর॥ একদি
ন সঙ্গে লয়ে বহু মুনিগণ। সনকাদি উর্দ্ধরেতা ব্রহ্মার নন্দ
ন। উপনিত হইল সর্ব্বে জনক ভবনে। দেখিবে কেমত জো
গী ভাবি মনেমনে॥ রাজ সিংহাসনে আছে হয়ে আন
ন্দিত। হেন কালে মুনিগণ হইলা উপনিত॥

অথ জনক রাজা॥

দৃষ্টমাত্র নমস্কার করেণ আগুভান। দণ্ডবৎ হয়ে পদে ক
রিলা প্রনাম॥ দণ্ডবৎ প্রদক্ষিণ করি কৃতাঞ্জলি। অহো
ভাগ্য পাইল আজি চরণের ধূলি॥ মুনিগণ বলে শুন জ
নক রাজন। আগমন মাত্রে হেলে কৈলা সম্ভাসন॥ পরে
প্রনি পাত কহ ইহার বিস্তার। বুঝিতে না পারি মোরা কি
ভাব তোমার। হাসিয়া জোগেন্দ্র কহে শুন মুনিগণ। সর্ব্ব
জ্ঞ বট তভু করি নিবেদণ॥ বিদ্যুতের ন্যায় স্বাষ নাহিক
বিশ্বাষ। ক্ষণে অদর্শণ ক্ষেনে করয়ে প্রকাশ॥ অতঃপর অ
রাত্রিতে কৈল নমস্কার। কেম অপরাধ দোস নাহিবে আ
মার॥ ধন্য পরম জোগী জনক রাজণ। সন্তোষ হইয়া দি
ল প্রেম আলিঙ্গণ॥ পরে শুকদেব সিখিতে জোগজ্ঞ্যাণ
উপনিত হইলেন জনক সন্নিধান॥ বসিয়া আছেন রাজা
করি জোগাসন। এক হস্তে অগ্নি জ্বলে এক হস্তে স্তন। শু
ক দেব গোস্বামি দেখি সম্ভ্রমে উঠীল। পাদ্য অর্ঘ দিয়া
তার অর্চ্চনা করিল॥ রাজার চরিত্র দেখি শুক মহামুনি
ধন্য রাজণ হে জোগেন্দ্র চূড়া মুনি। অনন্ত অদ্ভুত তব চরি
ত্র মহিমা। তোমার জোগের তত্র দিতে নাহি সিমা॥ অ
হিবা হারেছে আর সুবিধ রিপুতে। জসম্ম সয়নে [illegible]

শয়ন পুজিতে ॥ দুঃখ সুখ সমজ্ঞান করয়ে জেইজন । সেই
জ পরম জোগি জোগ পরায়ণ ॥ সেই সব গুণা গুণ আছয়
তোমার । হেনজ্ঞান পাইলো মুঞী তোমার কৃপায় ॥

অথ ভিষ্ম ।

ভিস্য দেব পাদপদ্ম করয়ে বন্দন । কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা জিহোঁ
করিলা ভঞ্জন ॥ পরম বৈষ্ণব ভিষ্ম গঙ্গার নন্দন । পিতৃ
রি আজ্ঞায় ভিষ্ম বর্জ্জিত সংসার ॥ অথ বলি ।
বলিরাজ পাদ পদ্মে নমস্কার করি । জাহার দ্বারেতে দ্বা
রি আপনি শ্রীহরি ॥ অথ বলি রাজা ।
প্রহ্লাদের পৌত্র বিরচনের নন্দন । জাহার নিমিত্তে হরি
র বিভিন্ন চরণ ॥ পরম বৈষ্ণব জারে নাম বিন্দাবলি । সি
র ধার্য্য কৈল প্রভুর পাদ পদ্ম ধূলি ॥

অথ শুকদেব গোস্বামী ।

বন্দিব শ্রীশুকদেব পুত্র বেদব্যাস । অষ্টা দশ বর্ষ জে ক
রিল গর্ভে বাস ॥ জাহার সন্তাত বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য । ভা
গবত প্রকাশিয়া জিবে কৈল ধন্য ॥

অথ অজামিল ।

অজামিল দয়া লিল হরি পরায়ণ । পুত্র সম্বোধনেতে
পাইলা নারায়ণ ॥ শ্রীহরি পারিষদ ভক্ত শোল মহাজন
স্বাভাবিত ভক্ত মাঝে করিল বর্ত্তণ । এখন লিখিয়ে হরি
পারিষদ গণ । কৃপা করি দেহ সভে আশ্রয় চরণ ॥ নন্দ
সুনন্দ বিম্বক সেন আদি জত মহাশয় । বৈকুণ্ঠের পারিষদ
শ্রীজয় বিজয় ॥ অথ নন্দ মহাশয় ।
কর জোড় করি বন্দ মুই শ্রীনন্দ চরণ । নন্দের চরণ হরি ক

(স্রে) পুত্রন। তার গতি ব্রহ্মা দেব না পায় ধেয়ানে। হেন
জগন্নাথ হরি নাচায় প্রাঙ্গণে॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাহার
নন্দন। জগৎ পিতা কৃষ্ণ ব্রজেশ চরণ বন্দন॥ নন্দের ভা
গ্যের কথা কহনে না জায়। জার বাধা শ্রীগোবিন্দ বহয়ে
মাথায়॥ নন্দের ঘরণি রাণী মাতা জশোমতি। শিববিরি
ঞ্চ তাকে জানের অখিলের পতি॥ শিব ব্রহ্মা নারদ আদি
জাহার করে ধ্যান। হেন গোবিন্দ জারে স্তবকরে পান॥
অগতির মঞ্জনেতে জাহার নাহি পায়। সেই পুত্র শ্রীনন্দের
অঙ্গনেতে ধায়॥ ব্যাসশুক ঋষি গণে জারে করে ধ্যান
বিনা বাজাইয়া নারদ সদা করে গান॥ সেশ সহস্র মুখে
জার স্তুতি করে। অবনী লোটিত হয়ে নাকে অন্তরে॥ চতু
র্দশ ভুবন জার পদপথে ধায়। দেবাসুর জন ভবজাহার কী
রে ভয়॥ আত্মারাম রূপে সব ভুক্তে জার স্থিতি। উদ্ধখ
লে বান্ধে তারে মাতা জসোমতি॥ জাহার ব্রহ্মাণ্ডেতে চঞ্চ
লঙ্ক্য চলাচল। গোধন চরাতে তিঁহো পরকাশ অটল॥ অর্দ্ধ
পূর্ণ। শ্রীলক্ষ্মী জাহার আজ্ঞাকারি। জসোমার ঘরে তি
হোঁ ননিকরে চুরি॥ জোগি ঋষি মুনি গণ ধ্যানে নাহি পা
য়। গোপাঙ্গণা ননিছলে তাহারে নাচায়॥ ব্রজ বাসিগণে
র ভাগ্য কে পারে কহিতে। উদ্ধব দেখিলেন তাহা আপ
ন চক্ষেতে॥ বৃন্দাবন নিচতাল বিক্রী করে ভূপ। চতুর্ভুজ হই
তে আর সপ্ত দ্বিপা ভূপ॥ নন্দ জসমতি কিবা রাধা নাম
জুক্ত। তারে স্মরণ দিতেছেন সম্ব্যেক্ত॥ ফণি পুচ্ছে ক
ত্তো দিলে চঞ্চল জেমন। ততোধিক চঞ্চল হন শ্রীনন্দ ন
ন্দন॥ পারাইতেছে অগ্নিপথি করে চলচল। রইস্নাণাগিগ।

তি হন অত্যন্ত চঞ্চল। দিপ সিখা চঞ্চলতা পাইলে বাড়া শ্য। নবনী গন্ধ এজৈছে পাইলে হুতাশ। বচ্ছগাগী জৈছে গাভী উর্দ্ধমুখে জায়। মৃগী বালা ব্যাঘ্রে যৈছে বন পানে ধায়।

অথ নন্দ মহাশয়।

অতোধিক ত্বরান্বিত হন অন্তর্যামি। ননভিক্তে সিদ্ধদাত কৃষ্ণ চিন্তামণি॥ মাতা যৈছে রক্ষা করে আপন নন্দন। দেয়ের পক্ষিমা রক্ষ্যা করয়ে নয়ণ॥ পক্ষি জৈছে করেরক্ষা আপনার অণ্ড। কর্ম জৈছে রক্ষ্যা করে দেহ কর্ত্ত মুণ্ড॥ জৈছে রক্ষ্যা কারি প্রভু শ্রীনন্দ নন্দন। ব্রজ বাসি বুক ন জে করে স্মরণ॥ ব্রজবাসি পাদপদ্মে কিবা নিবেদিব। তোমা সভার কৃপাহলে শ্রীকৃষ্ণ পাইবো॥ বিনদ স্মরণ হিন শুন নিন্দ বন্ধু। করুণা দয়হ প্রভু অনরণ বন্ধু।

অথ শুনন্দ উপনন্দ।

শুনন্দ উপানন্দ শুভদ্র মহাশয়। ভদ্র প্রচণ্ড চণ্ডবড় দয়াময়। নন্দিব সাদরে মুগ্রথী বিনিত পূজিত। ক্ষমদ অবদাক্ষ্য মোর মুচাহ দুষ্কৃত॥ সিল শুশিল শুসেন মহাশয় সভাকার পাদপদ্মে লইলাম আশ্রয়। গোবিন্দ বল্লভ জনার বন্দিব চরণ। পদরজ তা সভার মস্তক ভুষণ॥

অথ শ্রীলক্ষ্মীদেবী।

বন্দো লক্ষ্মী কমলাক্ষা জগৎ জননী। কৃষ্ণ প্রিয়া হরিজায়া শুচন্দ্র বরাণি॥ জবা পুষ্প জিনি শ্রেনি রাতুলচরণ। নখ ইন্দু জিনিচন্দ্র অরুণ কিরণ॥ তদুপরি রতন মঞ্জির ভাল সাজে। আচলিতে নূপুর আপনি মৃদু বাজে॥ ভুষনে ভুষিত অঙ্গ শ্রীবদন খানি। রূপেগুণে ভগবতী কাঞ্চন বরণি।

রক্ত পটাম্বর তাহে সুবর্ণে খচিত। হরি মনোহারি বাব শ্রী অঙ্গে বেষ্টিত॥ ঈশ্বরি কমলা পদ্মা লক্ষ্মী নারায়ণি॥ অন্ন পূর্ণা। সিন্ধু কন্যা। ত্রিলোক জননি॥ পদ্ম হস্তা পদ্ম গন্ধা। শ্রীপদ্ম ধারিণি। পদ্ম মুখি পদ্ম আঁখি কমল লোচনি। তোমার কৃপায় জিব ভুঞ্জে সুখ নানা। মহালক্ষ্মী কৃপা শাক্ষী করনা করুণা॥

অথ শ্রীলক্ষ্মীদেবী।

সিন্ধু তব পিতা মাতা থাকি জগৎ পিতা। জন ধর্ম্ম রাখে মাগো হয় প্রশস্থতা॥ তব পতি জগৎ পতি পতিত পাবণ। সুদামার দরিদ্রতা করিলা ভঞ্জণ॥ জিবণ দানেতে জিব করেণ পালন। তোমার জনক নিধি শুদ্ধ মহারূপ সমুদ্রের জল জদি কলশে তোলয়। তথাপি সমুদ্র নিত্য অক্ষয় অব্যয়॥ তেমতি তোমারে দয়া করিতে যুয়ায়। স্মরণ লইল দাষ হয়া রাঙ্গা পায়। কমলা সরলা দেবী ধনদা মোক্ষদা। এদাষ বিনোদে দয়া রেখো মা সর্ব্বদা॥

অথ গড়ুর।

গড়ুরের পাদ পদ্ম করিব বন্দন। বিশ্বম্ভর জার পিঠে করেণ আসন॥

অথ হনুমান।

সাদরে বন্দিব মুক্তি বিরহনুমান। জাহার পদার বৃন্দে অনন্ত প্রনাম॥ তুমি জদি দয়া কর অঞ্জনা সন্তান। তবে কৃপা হৈলে দয়া করিবেন রাম॥ অর্জ্জুনের সথারির পবন নন্দন। একাদশ মহারুদ্র অধম তারণ॥ তুমি জান রামচন্দ্র শুদ্ধ রামদাষ। শ্রীরাম চরণে তব অত্যন্ত বিশ্বাষ॥

মহাপরাক্রম বির হনু ভাগ্যমুনি । লক্ষ্মণে বাঁচায়ে আনি
বিশল্যকরণি ॥ অপার জলধি তুলি হেলে হৈল্যে পার । জ
নক নন্দিনী সিতা করিতে উদ্ধার ॥ অভিকার অক্ষয় কু
মর আনি দিলা । রাবণের মিত্যুশর রামে লয়ে দিলা ॥ এ
ক দিন দশানন করিতে সমর । জুদ্ধেতে শ্রীরাম চন্দ্র হই
লা অগ্রুসর ॥ তাদেখিয়া হনুমান কহে জোড়পানি । আমা
র থাকিতে কেনে জুদ্ধে জাবে তুমি ॥ কোন তুচ্ছ রাবণ অ
ধম দুরাচার । আজ্ঞা পাইলে দসমুণ্ড আনি দি তাহার ॥ এ
ত বলি রণস্থলে অগ্রুসর হৈলা । রাবণ সহিত হনু জুদ্ধ আ
রম্ভিল ॥ রাম২ সঙ্গে বির বলে আর২ । লম্ফ দিয়া মহা
বির ছাড়ে হুহুঙ্কার ॥ ক্রোধে দশানন করে বাণ বরিষণ
অবহেলে বাণ খায় পবন নন্দন । বক্ষস্থলে ঠেকি বাণ চু
র্ণ হৈয়া জায় । তাদেখিয়া দশানন করে হায়২ । ব্যর্থ বা
ণ দেখি রাজা রণে ভঙ্গ দিল । জয় রাম শ্রীরাম ধ্বনি গগ
ণে উঠিল ॥ দণ্ডবৎ করি হনু রামের চরণে । প্রণমিয়া প্র
ভু তার কি কহে সঘনে ॥ আপাদ মস্তক রামের করে নির
ক্ষণ । শ্রীঅঙ্গে রুধির ধারা ভাবে মনে মন ॥ রুধির দেখি
য়া অঙ্গে ভাসে চক্ষুনিরে । হায় কি হইল কিছু বচন না স্ফু
রে । কৃতাঞ্জলি করি কহে প্রভু রঘুনাথ । তোমার শ্রীঅ
ঙ্গে কেবা কৈল অস্ত্র পাত ॥ শ্রীরাম কহেন শুন বাছা হনু
মান । রাবণ জখন তব অঙ্গে মারে বাণ । তোমারে রক্ষিতে
ক বাণ রাবণ মারিল । বক্ষস্থল পাতি মুক্রি বাণ নিবারি
ল ॥ এত শুনি সকাতরে কহে হনুমন্ত । ধন্য কৃপাময় দ
য়ার নাহি অন্ত ॥ আমি কেনে না মরিলাম রাবণের বা

গো প্রভু সঙ্গে রক্ত পাতকি কোত্তী জিবনে। আসি বনু পাশু
তর মহিমা কি জানি। অপরাধ ক্ষেমা কর রঘুকুলমনি॥
পরে লঙ্কা জয় করি বধিয়া রাবণে। রাজা রাজেশ্বর রাম
অযোধ্যা ভুবনে॥ রাজ সিংহাসনে বসি রাজিব লোচ
ন। বামেতে জানকী শোভে দক্ষিণে লক্ষ্মণা জে শোভা
হৈয়াছে সভা বর্ণিতে কে পারে। মহা বৈকুণ্ঠ দেশ অযো
ধ্যা নগরে॥ পূর্ণিমার চন্দ্র জখন হইল উদয়। সভা মধ্যে
জিজ্ঞাসেন রাম মহাশয়॥ চন্দ্র মধ্যে কৃষ্ণ বর্ণ কহ কিকা
রণ। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসেন রাম নারায়ণ॥ কেহ বলে শশ
কাদেশ চন্দ্র মলিনতা॥ কেহ কহে এই সৃষ্টি করেছে বিধা
তা॥ তবে হনুমানে জিজ্ঞাসেন রঘুমুনি। কি শুনেছ বাছা
হনু কহ দেখি শুনি॥ হনু বলে বিদ্যা শাস্ত্র কিছুই না জানি
মাত্র মাত্র জানি রাঙ্গা চরণ দুখানি॥ চন্দ্র মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ
শুনহ কারণ। হৃদি মধ্যে তব রূপ করিয়া ধারণ॥ ধন্য২
হনুমান ধন্য তব ভক্তি। সর্ব্বত্র দেখহ তুমি রামচন্দ্র মূর্তি
তোমার নৈষ্ঠিকী গুণ কি দিব উপমা। পূর্ণভাবে জান তু
মি রামের মহিমা॥ জয় রামে শ্রীরাম শব্দ কহে সর্ব্ব জন
রামে আশির্ব্বাদ করে ঋষি মুনিগণ॥ তখন অগস্ত্য করি
বেদ উচ্চারণ। সত্তে ঋষি হার রামে কৈলা সমার্পণ॥
মালার মহিমা গুণ কহিতে অপার। প্রতিদিন প্রসবে সু
বর্ণ শত ভার॥ মুনিদত্ত মালা পেয়ে সন্তোষ হইলে। সি
তারে না দিএ মালা হনুমানে দিলে॥ মাল্য প্রাপ্তে হনু
মান হরিষ অন্তর। মহারত্ন আছে বুঝি মালার ভিতর
দন্তে কাটি সেই মালা খণ্ড২ কৈল। রাম রত্ন নাহি দেখি

ফেলাইয়া দিল ॥ তা দেখি জানকী বলে অঞ্জনা নন্দনা
মহা রত্ন মালা কেন ফেল অকারণ ॥ মালার ভিতরে মা
তা কোন রত্ন নাই। তেকারণে মালা কাটি ফেলি চাহিয়ে
হনু কহে তাতেনাই রাম রত্ন ধন। হেন বস্তু মাতা মোর
নাহি প্রয়োজন ॥ জার মধ্যে রাম থাকে শুনেছ কোথায়
জদি নাই তাতে রাম কিকাজ তাহায় ॥ জাতে রাম নাই
তুমি নাকর গ্রহণ। তবে কেন দেহ ধারণ করেছ ধারণ ॥ এ
ত শুনি নিবেদন করে হনুমান। দেহ মধ্যে আছে মাতা
সগুণ ভগবান। এতবলি নখে দেহ বিদির্ণ করিল। হৃদি
মধ্যে রাম রূপ সভারে দেখাইল ॥ বামেতে জানকি সো
ভে দক্ষিণে লক্ষ্মণ। ধন্য২ হনুমান কহে সর্ব্ব জন ॥ তুমি
জান হনুমান রামের মাহাত্ম্য। শুদ্ধ রাম দাস হনুমান
পুন্য ভক্ত ॥ সংক্ষেপে লিখিল হনুর কিঞ্চিত মহিমা। বে
দ রামায়ণে তার দিতে নারে সিমা। এদাব বিনোদে ক
হে শুন হনুমান। তবদয়া হৈলে কৃপা করেণ শ্রীরাম ॥

অথ জটাউ।

জটাউর পদে মর প্রনতিবিস্তর। পিতৃরি তুল্য মান্য করে
রাম রঘুবর ॥ অতিবল বাণ বির বড় পুন্নবান। হেলে গু
ণ কৈলরাবণ রথখান ॥ রাম পারিষদ গণ অদ্ভুত অপা
র। বাল্মিকি রামায়নে আছয়ে বিস্তার ॥ জটাউর দেহ
রাম করিলা সৎকার। তাহার ভাগ্যের কথা কি বলিব
আর ॥ ব্রহ্মা তারে করে স্তুতি নাপায় যেয়ানে। হেন প্রভু
পুত্র বৎ হইলা আপনে ॥

অথ জাম্বুবাণ।

মড়পুন্য স্থান বলবান জাম্ববান। জার সঙ্গে কৈল ভ্রান্ত রি না শ্রীরাম ॥ বিশ্ব রূপ মুর্ত্তি জখন হৈল ভগবান। সপ্ত প্র দক্ষিণ কৈল মুত্রি জাম্বুবান ॥

অথ শুগ্রীব।

শ্রীরামের প্রিয় মৈত্র শুগ্রীব রাজন। রাম উপকারি সি তার উদ্ধার কারণ ॥ অথ বিভীষণ।

পরম ধার্ম্মিক রাম মৈত্র বিভীষণ। ভ্রাতৃপুত্র ত্যাগি শত্রুর লইল স্মরণ ॥ তাঁহার গুণের কথা কিকব বাখানে। রাম নাম ভিন্ন আর কিছুই না জানে ॥ দুগ্ধ সঙ্গ করি কৈল রাম উপাসন। বহু পরিশ্রমে কৈল পিতার উদ্ধার ॥ রাম জন্যে দশাননে নিদেশ করিল। রাম লাগি সব ত্যাগি আপনে হইল। আর কি কহিব তার আশ্চায্য ব্যবস্থা। আপন পুত্রের রণে কাটাইল মাথা ॥ পরম বৈষ্ণব রাজ বর্ত্তে বেদ শাস্ত্রে। রাজ টিকা রাম চন্দ্র দিলা নিজ হস্তে ॥ রাজ্য পাই বিভীষণ বসি সিংহাসনে। রাম মুর্ত্তি সদা ধ্যান সয়ন সপনে ॥ আজ্ঞাদিল প্রজা আর নিশাচর গণে নরমুক্তি পাইলে এনো মোর সন্নিধানে। জান নরাকৃতি মোর রাজিব লোচন। দুঃখ শোক ভবভয় করেণ মোচন। দৈবে এক মহাজন জাহাজ লইয়া। সমুদ্রের নিরে জায় বা নিয্য লাগিয়া ॥ সমুদ্রের মধ্যে তরি হইল অস্থির। নর বলি দিলে নৌকা হইবে সুস্থির। এক মহা ব্যাধি ছিল তরনি উপরে। তাহারে ফেলিয়া দিল জলের মাঝারে ॥ তবে তার তরি খান স্থির তরহৈয়া। ফিরে২ জায় নৌকা ভাসিয়া২ ॥ দেখ ব্যাধি মুক্ত ভাসিজায় সিন্ধু নিরে। দৈব

র রাখিলেন কেহো মারিতে নাপারে ॥ ভাসিগিয়া উপ
নিত লঙ্কার নিকটে। রাক্ষসে ধরিয়া তারে তোলে গিয়া
তটে ॥ সেই নরে ভেটদিল রাজা বিভীষণে। পরম সন্তো
ষ হৈল পাই দরশনে ॥ নর স্তুতি হয়্যা প্রভু শ্রীরাম আ
মার। রাক্ষশের স্থল প্রভু করিলে উদ্ধার ॥ অতঃপর সেই
নরের করিল পুজন। পর্শ মাত্র ব্যাধি তার হৈল বিমো
চন ॥ আপন বিত্যান্ত নর রাজারে কহিল। কিছু ভয় নাহি
আর তারে প্রবোধিল ॥ এখানে থাকিচর্ত্তকথা তারে নি
জালয়। তব জাহা ইচ্ছা তাহা কর মহাশয় ॥ নর বলে জা
ব আমি নিজ নিকেতন। কেমনে জাইব তাই চিন্তি মনে
মন ॥ রাম নাম রাজ্যাজ্ঞা রল্পপটে লিখিয়া। জথা সেচ্ছা
হয় জাহ নির্ভয় হইয়া ॥ বিভীষণের আজ্ঞায় সেই জলে
তে নামিল। এক ইটি জল তখন সমুদ্র হইল ॥ অনায়াসে
আইল নর সমুদ্র মাঝারে। হেন কালে মহা জন দেখিল
তাহারে ॥ নিবেদ্যপ সরির দেখি বড়ত্রাশ হৈল। স্তএভি
ভামিত হৈয়া চরণে পড়িল ॥ বড় অপরাধি মোরে হইবে
প্রসাদ। দয়াকরি এদিনের ক্ষেম অপরাধ ॥

অথ সিউরি উপাক্ষাণ।

সিউরি নামিকা এক ছিল নিচ জাতি। তাহার পদার বু
ন্ধে অসংশ শ্রনতি ॥ তাহার ভাগ্যের কথা নাজায় কথন।
জাহার উচ্ছিষ্ট প্রভু করিলা ভক্ষণ ॥ সিউরি চরিত্র যেবা
করএ শ্রবণ। নিরাময় প্রেম ভক্তি দেন নারায়ণ ॥ বেদগু
হ্য তপজাপে শুদ্ধ হয় মন। বনমধ্যে থাকি সদা চিন্তি ম
নেমন। মনদিয়া শুন সভে করি নিবেদন। মোর গৃহে

পাবকবে রাম দরশন ॥ কল্প তরু রাম নাম শুনেছি পুরা
ণে । আসিবেন হরি বাঞ্ছা পুরণ কারনে ॥ নানা বিধ ফল
আনে করি অন্নেষন । মিষ্ট পাইলে রাখে তাহা রামের
কারণ ॥ রাবণ ধ্বংস জন্যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ । বনবাস কেবল
প্রভুর ভক্তের কারণ ॥ সেইবনে শোভারাম ভাই সঙ্গে লয়া
যেইবনে সিউরি আছে পথ নিরক্ষিয়া ॥ তাহার দ্বারেতে
গিএ রাম দাঁড়াইল । আছাড় খাইয়া সিউরি ভুতলে পড়ি
ল ॥ এত দিনে কোথা ছিলে রঘুর নন্দনে । দুখিনি বলিয়া
রাপ ছিল তোমার মনে ॥ পতিত পাবন হেন তোমায় কো
কে বলে । সেই নাম প্রকাশিতে মোর গৃহে আইলে ॥ এ
পং বলি জত করএ রোদন । রাম রাম বলিয়া রাম করেন সম্বো
ধন ॥ কি লাগিয়া দেখি বাপ মলিন বদন । তা দেখিয়া
বাপ রাম কান্দে এ জিবন ॥ বন পর্য্যটনে আতা কাতর হ
ইয়া । তোমার নিকটে আইলাম বড় ক্ষুধা পাইয়া ॥ এ
তশুনি সকাতরে করে নিবেদন । কিবা দ্রব্য আছে বাপ ক
রিব অর্পন ॥ মিষ্টফল রাখিয়াছি তোমার কারণ । কৃপাক
রি বাপ তাহা করহ গ্রহণ ॥ দেওং বলি হরি শ্রীহস্ত প্রাস্তি
ল । অষ্ট চব্বিশ ফল সমহস্তে দিল । ব্রহ্মা আদি দেব যা
রে ধ্যানে নাহি পায় । সেহ হস্তে উচ্ছিষ্টফল দিলেন তাহা
য় ॥ প্রভুর জেমত প্রিত কৌশল্যার দুগ্ধে । বিদুরের শাকে
আর শুদামের ক্ষুদে ॥ জেমত সম্পিত প্রভু লক্ষ্মী সঙ্গে অ
নে । যেছে তুষ্ট ভরদ্বাজের নৈবিদ্য অর্পণে ॥ তত অধিক
প্রিত যুক্ত শ্রীরঘু নন্দনে । ভিল্লি উচ্ছিষ্ট ফল করএ ভক্ষণে ।
বড় প্রিত হৈয়া প্রভু রাম নারায়ণ । তেঁহ পরি পুন্যে কৃ

হে থাওরে লক্ষ্মণ। চাঁদের লক্ষ্মণ তখন মনেতে চিন্তিয়া
গোপনে খণ্ডিত ফল দিল ফেলাইয়া ॥ অন্তর্যামি সিতা
নাথ জানেন সকল। অপহেলা কৈলে ভাই ভক্তোচ্ছিষ্ট
ফল ॥ দুঃখিত হৈয়া প্রভু শ্রীরঘু-নন্দন। অকর্ম্ম করিলে
ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ সেফল থাইলে তুমি বাচিবে জিবনে
নতুবা জানিহ ভাই হারাবে পরাণে ॥ জখন লক্ষ্মণ সেই ফ
ল ফেলাইল। গন্ধমাদনে গিয়া পতন হইল ॥ বিশাল্য
করণি সৃষ্টি অনুবন্ধ হৈল। ভক্তের উচ্ছিষ্ট গুণ নিজে প্রকা
শিল ॥ শ্রীদাস বিনোদে কহে শুন মোন ভাই। ভক্তভুক্ত
কদাচিত নাহইও ভ্রান্ত ॥

অথ অম্বরিশ উপাখ্যান।

অম্বরিস মহাশয় বড় পুন্যবান। তাহার চরনে করি গ
লগ্ন প্রনাম ॥ করএ দ্বাদশি ব্রত হরি পরায়ণ। ছলিবারে
গেলেন দুর্ব্বাসা তপোধন ॥ ব্রতকরি একাদশী ছিল উপ
বাসী। পারণ পুর্ব্বাহ্নে মনি উত্তরিলা আসি ॥ সর্ব্বসহ
শালষ্য সঙ্গেতে লইয়া। রাজার বাড়েতে আইলা অতি
থি হইয়া। অদ্য মোর শুভপ্রভাত সফল জিবন। তোমা স
ভার পায় পদ্ম পাইল দরশন। স্নানকরি বাহ্রে গেলা সুব
মুনি গণ। দ্বাদশি গত রাজার হইল স্মরণ। কেমনে ব্র
ত রক্ষ করিব স্থাপন। অতিথি রাখিয়া কৈছে করিব পা
রণ ॥ এবড় সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষ্যাকর মোরে। ভক্তিসিন্ধু রাখি
লে হরি কেরাখিতে পারে ॥ হরি স্মঙরিয়া রাজা মনেতে
চিন্তিল। জল গণ্ডুষে চরন মৃত তুলে রাখিল ॥ ধ্যানে
তে জানিলা মুনি রাজার করণ। অতিথি রাখিয়া রাজা

করিল ভক্ষণ ॥ ক্রোধান্বিত হৈয়া মুনি দুদ্ধষি জালিল। সে
ই অগ্নি মহারাজে গ্রাসিতে আইল।

অথ অম্বরিষ উপাক্ষাণ।

সুদর্শন চক্র ছিল রাজা রক্ষাকারি। অগ্নি দেখি ক্রোধে
চক্র কম্পে থর হরি ॥ অগ্নিসান্ত করিচক্র মুনি পাছে ধায়
অসমর্থ্য হৈয়া মুনি ইতস্তত ধায়। উপনিত হৈলা মুনি ব্র
হ্মা সন্নিধান। মুনি কহে চক্র হৈতে কর পরিত্রাণ ॥ মো
র সাধ্য নাহি মুনি জাহ হেথা হৈতে। উত্তরিলগিয়া তবে
শিবের সাক্ষ্যাতে ॥ শিবেরে কহিল মুনি হইয়া আতঙ্ক
শুনি শুলপানি চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ॥ মোর সাধ্য নাহি
চক্র করি নিবারণ। কহগিয়া জেথানে আছেন নারায়ণ। এ
ত শুনি উপনিত বৈকুণ্ঠ ভুবন। রক্ষাকর বাহি কৃষ্ণ শ্রীমধু
সুদন ॥ গোবিন্দ বলেন মুনি করি নিবেদন। মোর শক্তি
নাহি চক্র করি নিবারণ ॥ মোর অপরাধ হৈলে সহিষ্ণু
তা করি। ভক্ত অপরাধ আমি ক্ষেমাদিতে নারি ॥ রাজা
র নিকটে তুমি জাহ পুন রায়। ক্ষেমিবে সকল দোষ দেখি
য়া তোমায় ॥ কৃষ্ণ আজ্ঞা প্রাপ্তে মুনি করিল গমন। অম্ব
রিষ নিকটে গিএ দিল দরসন ॥ রক্ষ২ বলি মুনি ব্যাকু
ল পরাণ। চক্র ভএ মহারাজ কর পরিত্রাণ ॥ এতেক শুনি
য়া রাজা চিন্তিত হইল। চক্র সম্মুখে রাজা মস্তক পাতিল
আগে মোর প্রানলেহ চক্র মহাশয়। মুনি প্রতি ক্রোধ
ক্ষান্ত কর দয়াময় ॥ তথাস্তু বলিয়া চক্র সন্তোস হইল।
ধন্য অম্বুরিষ বলি বক্ত প্রসংসিল। প্রসন্ন হইয়া মুনি রা

জা সন্তোষিয়া । নিজা লয় গেল। মুনি আনন্দিত হইয়া ।

অথ অম্বরিষ রাজার নূতুন বিবাহ ।

কৃষ্ণ পরায়ণরাজা সর্ব্বত্র প্রকাশ। তাহা শুনি জগজণ মে। নের উল্লাশ ॥ ঐরাজ্যে বহুপুন্যবান নরপতি । আছিল তা হার এক কন্যারূপ বতি ।। কন্যা সম্পাদানে মনে কৈল অ নুষ্ঠ্যান । অম্বুরিষে মোর কন্যা করিব প্রদান ।। এতেক চি ন্তিয়া নিপিকরিল পেরণ । কৃপাকরি মোর কন্যা করহ গ্র হন । হরি ধ্যানানন্দে রাজা থাকে নিরন্তর । পত্র পাঠ ক রে রাজা নাহি অবসর ।। কিছুদিন পরেরাজা বাহ্য জ্ঞানি হৈল । পাঠ করি নৃপি প্রতি উর্ত্তর নিখিল ।। তথা জাইবা র মোর নাহি অবসর । খড়্গ প্রেরিত কৈল কন্যা সয়ম্বর খড়্গ প্রাপ্তে রাজ কন্যা কৃতার্থ হইল । দণ্ড বৎ করি খড় গ বর মাল্য দিল ।। তবেতার পিতা কন্যা করিয়া জতন অম্বুরিষ গৃহে কন্যা করিল প্রেরণ ।। নির্মিয়া অম্বরিষে সম্মুখে দাণ্ডাইল । গোবিন্দ অর্চ্চ না কর এই আজ্ঞাদিল সম্বচ্ছর কর তুমি হরি আরাধনা । সর্ব্ব সিদ্ধ হবেতব পূরি বে কামনা । জে আজ্ঞা বলিয়া রাণি নিভৃতেবসিল । মা সেক গোবিন্দ পদ চিন্তিতে লাগিল । কোথা হরিআছ ব লি করএ রোদন । কেবাহরি বট প্রভু দেহদরসন । আমি ত অবলা ভক্তি হিন দুরাচারি । মন্ত্র তন্ত্র হিনে দয়া করহ শ্রীহরি ।। এই রূপ করে রাণি করিয় অর্চ্চন । দয়াল গো পাল কৃষ্ণ দিল দরশন ।। কৃষ্ণদরশনে রাণী বিভল হইয়া প্রদক্ষিণ করে রাণী কৃতাঞ্জলি হৈয়া ।। চরনারবৃন্দে করে তুলসি অর্পন । নানান নৈবিদ্য রাণী করায় ভক্ষণ ।। কৃষ্ণ

কল্প তরু তব নাম চিন্তামনি। দয়াকর দয়াময় দেখিয়া দুঃখিনী ॥ এইরূপে করে রাণী অচ্চণ পুজন। দেখিয়া সন্তোশ বড় হইলা রাজন ॥ ধন্য২ বলি রাজা রাণীরে প্রশংসে। ধন্য গোবিন্দ বলি প্রেমানন্দে ভাসে ॥ রাণীর নৈষ্ঠিক দেখি অন্য নারি গণ। সত্তে সেখি হইলেন হরি পরায়ণ ॥ অষ্টোত্তর সত রাণী রাজার আছিল। পরম বৈষ্ণবি সবে পরশার হৈল ॥ সতসঙ্গ হৈলে সব সিদ্ধ অবহেলে দৃষ্ট হৈয়েছে নিজ বর্ণ্ণ ধরায় সলিলে ॥ দরসন পরসন সাধু উপদেশ। অন্তরে মলিন বেঢ়ে অগ্নি প্রবেশ ॥ কর্দ্দমাদি জল যেছে গঙ্গাতে পড়য়। কূপ দক ঘুচি জল গঙ্গাজল হয় ॥ সিতল সাধুর অঙ্গ অতই নির্ম্মল। পাপ তাপ ঘুচাইয়া করেণ সিতল ॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি মুলাধার সাধু সঙ্গ হয় অতএব সাধু সঙ্গ করহ আশ্রয় ॥

অথ বিদুর মহাশয়।

বিদুরের পাদ পদ্মে অসঙ্খ প্রনতি। পরম বৈষ্ণব রাজ শ্রীদ্ধ মহামতি ॥ তাহার চরিত্র গুণ কিকব বাখান। কদলির ত্বক যথা খাইল্যা ভগবান ॥ এক দিন দুর্য্যোধন কৃষ্ণে নিমন্ত্রিল। নানা ভোগ দ্রব্য রাজা প্রস্তুত করিল ॥ চলিলেন শ্রীগোবিন্দ ভোজন সময়। পথমধ্যে দিষ্ট হৈল বিদুর আলায় ॥ বিদুরের পত্নি কৃষ্ণ সম্বাদ পাইয়া। প্রেমে পরিপূর্ন্য ধায় উন্মত্ত হইয়া ॥ কেমনা সম্বরি দেবি হয়্যা দিগাম্বরি। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ গোলকের হরি ॥ দ্বারেতে দেখিল আসি অখিলের নাথ। ভুতলে পড়িয়া দেবী কৈল প্রনি পাত ॥ প্রেমে গদ২ অশ্রু চক্ষে বহে নিরে। অঙ্গ

কল্প পুজকাজ বচন নাস্ফুরে ॥ কাষ্ঠের পুথলি মত সন্মু
খে দাঁড়াইল । নিজ পিত বাস হরি তাহারে পরাল্য ॥
বিধুরের গৃহে হরি করিলা গমনে । সম্ভ্রমে বিধুর উঠীল
ভিলা চরণে ॥ অদ্যই হইল মোর সফল জিবন । আমার
কুটীরে হরি দিলা দরশন ॥ গড়ুর আসন প্রভু কি দিব আ
সন । কস্তুব ভূষণ তব কি দিব ভূষণ ॥ পাদ্য অর্ঘ্য মোর না
থ কিবা আছে দিতে । জেপদে উদ্ভব গঙ্গা ত্রৈলক্য তারি
তে ॥ হৃদয় কমলে লক্ষ্মি ধরে শ্রীচরণ । পাদপদ্মে হৃদি
পদ্ম করএ অর্পণ ॥ তুলসি চন্দন পুষ্পে দেবেকরে পূজা । র
সাধিম্নি সারদা স্তুতি করে দস ভূজা ॥ হেন জগন্নাথ প্রভু
কিবা দিব আমি । জেধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥
শুনহ বিদুর স্তব কর সম্বরণ । অগ্রেতে আমারে কিছু করা
হ ভোজন ॥ তাহা শুনি সকাতরে পড়িয়া পদেতে । কছু
দ্রব্য নাই মোর কি দিব খাইতে ॥ আছিল কদলি ফল কু
টির মধ্যেতে । তাহা আনি দাণ্ডাইলা শ্রীহরি সাক্ষাতে
জেই মাত্র প্রভু আগে ফল আনি দিল । দেও২ বলি হরি
শ্রীহস্ত পাতিল ॥ প্রেমে গদ২ চিত্ত মুদিয়া নয়ন । ফলফে
লি তক কৃষ্ণ করাণ ভক্ষণ ॥ বাহ্যজ্ঞাণ বিধুরের জখন হই
ল । ফল ভুমে পড়া দেখি কান্দিতে লাগিল ॥ হায় হায়
হায় আমি কিকর্ম্ম করিলাম । কদলির ফল রাখি চোকা
খাওয়াইলাম ॥ জেমুখে নবনি দেন মাতা নন্দরানি । না
না ভোগ দেন জারে লক্ষ্মি ঠাকুরাণী ॥ ব্রহ্মা আদি দেবজা
রে ধ্যানে নাহি পায় । কদলির তক মুই দিলাম তাহায়
এত কহি নিজ হস্ত জায় কাটী রারে । রাখিলেন দয়া ময়

গৃহস্তেতে ধরে ॥ কৃষ্ণকণ কেন হও উৎকণ্ঠিত চিত। তোমার অর্পিত দ্রব্য অত্যন্ত অমৃত ॥ জশোদার স্তন পানে জত প্রিত পাইল। তোমার অর্পিত দ্রব্যে তত্যোধিক হৈল বিদুর অযোগি আইলা অক্রুর আলয়। এস্যে২ এস্য হরি কস্যপ তনয় ॥

অথ বিদুর মহাশয়।

আশ্চর্য্য হইয়া কহে রাজা দুর্য্যোধন। চোঁকা খাইলে রাজ ভোগ করিয়া বর্জ্জণ। শুনি দামোদর নাম শুনেছি শ্রবণে। সাক্ষাৎ কার চোঁকা খাওয়া দেখিলাম নয়নে ॥ কৃষ্ণ কহে শুন রাজা করি নিবেদন। বিদুর আদির কথা না কারি কথন। জত খাদ্য দ্রব্য তাহি সর্ব্ব জির্ন্ন হয়। ভক্তি প্রেম স্নেহাদির অক্ষয় অব্যয় ॥ অথ তথাহি।

ভোজনং কিং পৃচ্ছনি রাজণ আদরং কিং নপচ্ছসি ভোজনং জির্ন্ন ব্যাপাশ্য আদিরং অজরা মর॥ ১ অতএব মন শুন করি নিবেদন। কেবল ভক্তির বস শ্রীনন্দ নন্দন

অথ অক্রুর মহাশয়।

অক্রুর পদারবিন্দ করিব বন্দন। প্রভিভ্য বলিয়া কৃষ্ণ দিলা আলিঙ্গন। ডাকিয়া অক্রুরে কহে কংসনর পতি। বৃন্দাবন ভূমি তুমি জাহ সিঘ্র গতি। আন গিয়া নিমন্ত্রিয়া কৃষ্ণবল রাম। সর্ব্ব সির্দ্ধ হৈব উভয় মনস্কাম। অক্রুর চলিলা বৃজে মহা ভাগবৎ। এক পদ স্নান একেক২ দণ্ডবৎ। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন ভূতলে দেখিয়া। প্রনিপাত করে পুনি ধূলায় লোটিয়া। একেক্ষণ দণ্ড তাহে নাজানি ভক্ষণ। কেমতে পাইব রাম কৃষ্ণ দরশণ।

অথ অধম পাতকি মুই অতি দুরাচার।

রাম কৃষ্ণদয়া ময় শুনেছি পুরাণে। অবশ্য করিবেন দয়া আপনার গুণে। কেলেমনে চিন্তে মোর কৈন ভাগ্য হব। রাম কৃষ্ণ দুই ভাই একত্রে দেখিব। কিশোর শ্যামল গৌর সুন্দর বয়ান। ভুবণ মোহন রূপ কৃষ্ণবল রাম। নিল পিতাম্বর শোভে দুই সহোদর। নটবর কিশোর কানাই হলধর। এই রূপে চিন্তা করি জায় মনে২। দেখিব নয়ান ভরি শ্রীনন্দ নন্দনে। জেই মাত্র বৃন্দাবন প্রবেশ করিব। এস্য২ খুড়া বলি মোরে সম্বোধিব ॥

অথ অক্রুর মহাশয়।

এইরূপে চিন্তা করি জান বৃন্দাবন। কোথা রাম কৃষ্ণ প্রভু মাও দরশণ। চিন্তা মুনি অন্তর্যামি জানেন সকল। বাঞ্ছা কল্প তরু বাঞ্ছা করেণ সফল। জেই মাত্র গোষ্ঠস্থলি প্রবেশ করিল। রাম কৃষ্ণ দুই ভাই দেখিবারে পাইল। দণ্ডবৎ প্রনিপাৎ চরণেপড়িল। এস্য খুড়া বলি প্রেম আলিঙ্গণ দিল। আজিশুভ দিন খুড়াদিলে দরশণ।

অক্রুরে সম্ভাসি প্রভু জিজ্ঞাসেন বাত্তা। কুসলে আছেন খুড়া মোর মাতা পিতা ॥ অক্রুর কহেন প্রভু শোনহ সকল। তাঁর জার পুত্র তার সকল মঙ্গল ॥ অক্রুরে লইয়া প্রভু গেলা নন্দালয়। সকল রাখালে বলে রাম কৃষ্ণজয়

অথ শুদামা ॥

সুদামা বিপ্রের পাদে করিএ প্রনতি। খুদ খাইলেণ প্রভু অখিলের পতি। খুদ খাই দারিদ্রতা করিলা ভঞ্জন। লক্ষ্মী সহ প্রেমে বিক্রী হইলা নারায়ণ। সুদাম চরিত্র ভাগ

জগতেতে বিস্তার। মম শক্তি নাহি তার গুণ বর্ণিবার॥

অথ চন্দ্রহাস।

শিশু হৈতে পরম বৈষ্ণব চন্দ্রহাস। যাহার চরিত্র গুণ
ভারথে প্রকাশ॥ বিসদানে বিষয়া জুবতি হইল তার।
তাহার চরণে মোর বহু নমস্কার॥ কৃষ্ণ রক্ষা কৈলে তারে
কে পারে মারিতে। ঈশ্বর মারিলে তারে কে পারে রা
খিতে॥

অথ চিত্র কেতু।

চিত্র কেতু নামে এক আছিল রাজন। অনেক রমনি তবু
নাহিক নন্দন। সন্তান কারণে রাজা বহু যজ্ঞ কৈল। দৈব
আসির্ব্বাদে তার এক পুত্র হৈল॥ অন্য২ রাণী সব সন্তা
ন দেখিয়া। অসন্তোষ সদা থাকে ইর্ষা যুক্ত হৈয়া॥ জখন
বালক কিছু হইল জ্ঞানবাণ। বিমাতা গনেতে কৈল গর
ল প্রদান॥ বিষ পানে রাজ পুত্রের উষ্টাগত প্রাণ। তবে
মুনি গণে রাজা করিল আওভাণ॥ মুনিগণ আসি পুত্রে
আসির্ব্বাদ কৈল। আসির্ব্বাদে রাজ পুত্র প্রানদান পাইল
পুত্রের নিকটে রাজা গেলেন ধাইয়া। রোদণ করেণ নৃপ
কোলেতে লইয়া॥ তবে পুত্র কর জোড়ে করে নিবেদন
কিজন্যে কাহার লাগি করহ রোদন॥ তোমার বিয়োগে
মোরা মরে‍ং ছিলাম প্রাণে। মৃত দেহে প্রান পাইলাম তো
মার চেতনে॥ তুমি কার পিতা রাজা কেতব নন্দন। পুত্র
কন্যা স্নেহ মোহ কর অকারণ॥ তুমি কভু পুত্র হও আ
মি হই পিতা। মাতা হন কন্যা কভু কন্যা হন মাতা॥ কা
হার সহিতে দেখ নাথাকে সম্পর্ক। একত্রে সদা জেলে না
হি থাকে পঙ্ক। তেমতি সম্বন্ধ জেন তোমায় আমায় বে

র্থ। মায়াকরিরাজা ভুলিয়া মায়ায়। জাহারমায়াতে এই ভুত জগজণ তাহার পদার বিন্দ করহপূজন॥ ঘ॥ পুত্র ভাই বন্ধু কে হ কার নয়। সব পক্ষ জাবিস। জানিহ নিশ্চয়॥ বিত্তি উপার্জ্জন সক্তি আছয়ে জাবত। পরিবার ভাইবন্ধু হয় অনুরক্ত অনিত্য সংসার রাজা কিছু সত্য নয়। সব পক্ষ কেবল পথের পরিচয়॥ জল বিম্ব বিদ্যুত আর জলের তিলক। তেমতি সংসার পরিবার সব অনর্থক জগতের পি তা কৃষ্ণ করহ সাধন। মায়া মোহ কষ্ট। মাত্র নরক কারণ অত এব মোহ তেজ্যা কৃষ্ণ কর সার। জ নারাসে ভবদা এপাইবা নিস্তার॥ ভোগ্য ভোগ অভোছি ল তোমার ইহাতে। এখন সং পূর্ন ভোগ থাকিব কেমতে আম রি অবসর কাল হইল এখন। বৃক্ষেনা লাগএ পত্র হইলে পতন। দেহ হইতে প্রান জবে জাইবা তেজিয়া। অগ্নী সংস্কার কর গঙ্গায় নইয়া॥ জাহার গেহেতে কেহ ক ভু না হিমরে। তাহার শ্রীহের অগ্নি আনিবে সত্বরে॥ সেই অগ্নি আনি দেহ করো সংস্কার। এইতিক্ষা তব পাশ মাগি বারবার। এতেক বলিয়া পুত্র জোগেতে বসিলো। রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পরান তেজিল। তবে তার পিতা অগ্নিসং স্কার জন্যে। ক্ষত্রি গৃহ ভুমি করে অগ্নি অন্যা ধনে। সূত্র হিন শ্রীহ নাই সর্ব্বত্রে দেখিলো। তবে চিত্র কেতু স্থির জ্ঞান উপজিলো॥ জন্মিলে মরণ আছে বিধির লিখন। আদ্যয়ন্তে সভাতেক অবস্য মরণ॥

অথ গাহক ভণ্ডার।

কর জোড় করি বন্দ গরেন্দু চরণ। স্থিতি মাত্র গোবিন্দ

শিলেন দয়াময় ॥ গজেন্দ্র চরিত্র কিছু নিবেদন করি। মহোৎসবে কৃপা জাহে করিলেন হরি ॥ স্বস্তির গড়োতে দোঁহে ঐরাবত বছিল। গজগুএ দর্প গিয়ে জলে প্রবেশিল ॥ দৈবাধিন গজরাজ জলে পিএ ছিল। গ্রাহক ধরিয়া গ্রাস করিতে লাগিল। দুঃখ সুখে পড়িয়া গজেন্দ্র মহাশয়। যনেঃ ডাকে কোথা আছ দয়াময় ॥ স্মরণ ভজন আমি কিছুই না জানি। অশরণ গন বন্ধু তবনাম শুনি ॥ এবোল বলিয়া গজ জেএ শুণ্ডরিল। বৈকুণ্ঠেতে গোবিন্দের আসন টলিল ॥ লক্ষ্মীদত্ত অন্ন জল তেজি মারযেন। ত্বরায় চলিল যথা গজেন্দ্র রাজন ॥ তেত্বরা গজেন্দ্র ত্রানে অধিজের পতি। সে ত্বরা রহি কোথা অধমের প্রতি।

অথ পাণ্ডব।

পাণ্ডু নন্দন পাদ পদ্মে অসংখ্য প্রনাম। পাণ্ডব মহিমা ভক্ত ভারতে প্রমাণ ॥ অখিলের পতি জাথে হৈতে সৃষ্টি স্থিতি। হেন প্রভু লক্ষ্মী কান্ত অর্জ্জুন সারথি। ব্রহ্মা আদি দেব জারে করয়ে মিনতি। জুধিষ্ঠিরে হেন প্রভু করয়ে প্রনতি ॥ বনবাস মধ্যে আর জোতু গৃহ হৈতে। প্রকাশিলা হরি দয়া পাণ্ডব রাখিতে ॥ রাজা অভিমন্যু কৈলা পাণ্ডুর নন্দনে। কহিলা প্রকাশিলা পাণ্ডব রক্ষণে ॥ পাণ্ডবের নাথ নাম ধরেন শ্রীহরি। অনন্ত ধব গুণ বর্ণিতে কে পারি।

ইতি পাণ্ডব সমাপ্ত।

অথ ও দ্রোপদী।

পাণ্ডবের মাতা কুন্তিদেবী পুণ্যবতী। পিত্রিষা বলিয়া

হার করেণ প্রনতি ॥ দ্রোপদী তাহার বধু জজ্ঞি সাদৃশি। ধর্মাসিল জুধিষ্ঠির অর্জুন মহিশী ॥ পুর্ব বর্ত্তি সতি কন্যা তি মাতা পতি দুখা। হৃদএ গোবিন্দ তার থাকেন সর্বদা। লজ্জা রক্ষ্যা হেতু হরিবস্ত্র রূপধরি। দ্রোপদীর মান্যমান বাড়াইল্যা মুরারি ॥ জখন পাণ্ডব ছিল বনমধ্যে স্থিতি। ভোজনান্তে দুর্ব্বাসা হইল অতিথী ॥ দশ সহস্র শিষ্য সঙ্গেতে লইয়া। বনমধ্য মুনিবর উত্তরিল গিয়া ॥ মুনিরে দেখিয়া রাজা ধর্ম্মের নন্দন। সম্ভ্রমে মুনির পদ করিল বন্দন ॥ তবে আজ্ঞা দিল জুধিষ্ঠি মহাশয়। রন্ধন আগারে তত্র জাও ধনঞ্জয় ॥ কহ দিয়া দ্রোপদারে দুর্ব্বাসা গমন। ধনঞ্জয় দ্রোপদিরে কহে বিবরণ ॥ দুর্ব্বাসা আগমন জখন শুনিল। ভুতলে পড়িয়া দেবী কান্দিতে লাগিল। রার্য্য নাশ বনে বাশ অন্ন হৈল এরি। পাণ্ডবংশ ধ্বংশ না কি করিবে শ্রীহরি ॥ কোথা কৃষ্ণ দিন বন্ধু শ্রীমধুসূদন। এবার সঙ্কটে ত্রাণ কর জনার্দ্দন ॥ কোথা আছ প্রাননাথ পাণ্ডবের সখা। অভাগিনী দাসিকে বারেক দেহ দেখা। অন্তর্যামি জানিলেন দ্রোপদি স্বরণ। সসব্যস্ত চঞ্চল হইলা নারায়ণ ॥ চরণে ধরিয়া লক্ষ্মী করেণ স্তবন। কোথা জাও প্রাণনাথ তেজিয়া ভোজন ॥ অটল চঞ্চল আজি কেন বিশ্বম্ভর। চঞ্চল দেখিয়া মোর কম্পিত অন্তর ॥ কি কষ্ট দুঃখের কথা কহে প্রাণপ্রিয়া। কণ্ঠ উচাটন মোর দ্রোপদি লাগিয়া ॥ আজ বড় বিপদে হতে দ্রোপদী পড়েছে। ভোজনান্তে দুর্ব্বাসা অতিথি হইয়াছে। লক্ষ্মীরে বাধিয়া প্রভু করিলা গমন। জেখানে দ্রোপদি তথা দিল দরশন।

অথ দ্রৌপদী উপক্ষাণ।

উঠ উঠো পঞ্চালী প্রাণ প্রিয়া। আইলাম তব পাস ক্ষুদার্ত হইয়া ॥ শুনি দ্রৌপদীর উড়িল জিবন। দুঃখের উপরে দুঃখ দিলেছেন নারায়ণ॥ এক দুখে মরি তাহে তুমি ক্ষুধার্ত্তিক। অপরাধ ব্রহ্ম শাপ কি আর অধিক। জাকবংশ অন্নমোর তাতে নাহি ভয়। তুমি ক্ষুধাৰ্ত্তিক তাহে কাম শত হৃদয় ॥ কৃষ্ণ বলেন কৃষ্ণা তুমি বড় প্রতিবক্তা। অন্নতে থাকও ৰ কিছু ছাড়ো কুপাৰ্ত্ততা॥ গলে বস্ত্র দিয়া স্তুতি করএ পঞ্চালী। রোত করিয়াছি প্রভু শুন্য দেখ থালি কিদিব নৈবিদ্য নাথ ব্রহ্ম সনাতন। হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি করএ ক্রন্দন॥ অতিথী হইল মনি আইলেন খাঁপিবারে। এথা সকটে রক্ষা করো পাণ্ডু বেরে। আনো দেখি থালি তব মোর বিদ্য মানে। অবস্য রেখেছো কিছু আমার কারণে। কৃষ্ণ আজ্ঞা না লজ্ঞিয়া থালি আনি দিল। তনমধ্যে স্যাক কোনা কিঞ্চিত পাইল॥ সাককনা পাইয়া প্রভু পরম আনন্দ। অহং তৃপ্তহং বলেন গোবিন্দ॥ কৃষ্ণতুষ্টে জগৎ তুষ্ট অন্যের নাহি রোস। বিক্ষ মূলে জলদিলে পত্রের সন্তোস॥ সর্ব্ব আত্মা ময় তৃপ্ত হইল জখন। মুনি গন তৃপ্ত হএ করিলা গমন॥ অঘটন ঘটনা করেন নারায়ণ। ভজন বিহনে অন্তে দিও শ্রীচরণ॥

অথ মৈত্রেয় ...

মৈত্র ঋষি ... পরা ... নন্দন। মহা তেজ ময় ঋষি ব্রহ্মার নন্দন। তার পুত্র অসুভ দেব বশিষ্ট মহামুনি। রাম চন্দ্র পুর ছিত বাসি সিরো মুনি॥

অথ মুচি রাম দাস।

হরি সাধনের ভাই নাহিক বিচার। জে যাতে সেই সেই সে
করএ উদ্ধার।। তাহা দৃষ্টান্ত দেখ মুচিরাম দাস। বৈষ্ণবে
র শিরোমনি মুক্ত হরি দাষ।। মুচিরাম দাস পদে করি প্র
নি পাত। কৃপা করি এদাসেরে কর আশ্বাস।। তাঁহার
চরিত্র গুণ কি কব বাখান। মহা ভাগবত জাহা আছয়ে প্র
মান।। কৃষ্ণ নাম বিনা ভক্ত অন্য নাহি জানে। অষ্টে২ ম
ণ্টা বাদ্য জাহার ভোজনে। পরম বৈষ্ণব রা[illegible] ভক্ত মুখ ন
ক্তি।। জাহার কণ্ঠতে মধ্যে আইলা ভাগি রথি। কিঞ্চিত
লিখিএ তাহার গুণান চরিত্র। শুনিয়ে তাহার গুণ শুদ্ধ হ
য় চিত্ত।। রাজ্য প্রাপ্তি এক হইয়া পাণ্ডুর নন্দন। আজ্ঞাদি
লা জুধিষ্ঠিরে প্রভু জনার্দ্দন।। ব্রাহ্মণ সাধুর সেবা করহ রা
জন। সর্ব্ব সিদ্ধি হয় এই শুনহ কারণ। আজ্ঞা পাইয়া প
ঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন। কহিলেন দ্রোপদিরে করো আও
জন।। অথ মচিরাম দাষ উপাক্ষ্যান।

কর আওজন। একই২ কর্ম্মে পঞ্চ হওনি জোজিত। মোরে
এক কর্ম্ম দেহ জে হয় উচিত।। রাজা ভক্তেশ্বর হরি করণ
কারণ। তব জাহা ইচ্ছা কৃষ্ণ করহ গ্রহন। কৃষ্ণ কহে শুন
দাদা কি আর মাগিব। ব্রাহ্মণের পা ধোতে নিজুক্ত হইব
শুনি জুধিষ্ঠির চক্ষে বহ অশ্রু ঝরে। তোমার মহিমা ভক্ত
বেদে দিতে নারে [illegible] ভক্ত ব্রাহ্মণের মান্য বাড়াইতে এ
ই শুন। ধন্য২ কৃষ্ণ তুমি [illegible] তারণ। [illegible] শুদ্ধ তোমে
রণে পতিত পাবন। একলক্ষ ব্রাহ্মণ মাজি[illegible] ভোজন করায়
লা। জয়২ রবে ঘণ্টা ধ্বনি এক হইল।। জুধিষ্ঠির বচন শুন

কৃষ্ণ গুণ শুনি। ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে শুনি ঘণ্টা ধ্বনি।। কৃষ্ণ
দেব বার্ত্তা কহি নিবেদন। বৈষ্ণবে মাহাত্ম্য গুণ বাজায় ব
র্ণণ।। একলক্ষ ব্রাহ্মণভোজে এক ঘণ্টা রব। অল্পে ২ ঘণ্টা বা
জে ভজিলে বৈষ্ণব।। বৈষ্ণব চিনিতে নারি দৈবকি নন্দন।
কোন স্থানে বৈষ্ণবের পাব দরশন।। পরম বৈষ্ণব আছে
মুচিরাম দাস। নিমন্ত্রিয়া আনি গিয়া তারে নিজ বাস।
শুদ্ধ চিত্ত হয়ে তারে ভোজন করাহে। অল্পে ২ ঘণ্টা রব
আপনি বাজিবে। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পাই ধর্ম্মের নন্দন। দ্রৌ
পদিরে আজ্ঞা দিলা করিতে রন্ধন।। আপনি চলিলা রা
ম দাসের আলয়। যুধিষ্ঠিরে দেখি দাস কম্পিত হৃদয়।।
মিনতি করিএ রাজা করে নিবেদন। কৃপা করি মম গৃহে
করিবে ভোজন।। জে আজ্ঞা বলিয়া দাস নিমন্ত্রন নৈল।
পরম ধার্ম্মিক আজি দরসন পাইল।। ভোজন সময় গে
লা রাজ নিকেতন। এস্য বৈস বাপ বলি কৈল সম্বোধন।

অথ মুচিরাম দাস।

নানা উপভোগ দেবি করি আওজন। রন্ধন করিয়া উনু
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। অন্ন আদি দিল মুচি রাম বিদ্যমান।
মুচি রাম চিন্তা করে মুদিয়া নয়ন।। সকল ব্যঞ্জন অন্ন
একত্র করিল। নাও জনার্দ্দন বলি কৃষ্ণে সমর্পিল।। দ্রৌপ
দির পাক ভক্ষ সাধুর অর্পন। অন্তরিক্ষে দামোদর করে
ন ভক্ষণ। নিবেদি প্রসাদ ভুঞ্জয়ে দাস। দেখি দ্রৌ
পদির মনে ... ঘণ্টারব হইতে না
গিল। শুনি ... নিবেদিল।। কর জোড়ে
জিজ্ঞাসয় প্রধান পাণ্ডব। ... কেন নাহি শুনি ঘণ্টা

স্মর ।। অবিজ্ঞা করেছ কেহ মনেতে নিতান্ত ।। তেঞিনা বো
লিল মুটে । শুনহ বৃত্তান্ত । তবে তোড়ে কহে দেপ্যাদি সুন্দ
রি । মোর অপরাধ আছে শুনহ শ্রীহরি ।। স [illegible] ন ব্যঞ্জন ভ
ব ভক্ত মহাশয় । এক জোগ কবি অথন তোঁ [illegible] করয় । কে
বইলম এ মনে অবিজ্ঞা হইল । প্রত্যক্ষে [illegible] দৃ [illegible]
ক্ষনা বুঝিল ।। বড় ভক্ত বটে দাব জানি [illegible] মনে । জাতির
স্বভাব ধর্ম্ম ছাড়িবেন কেনে ।। অতএব নিবেদন করি জনা
দ্দন । মুচিরামে কহ দোষ করিতে মার্জ্জন ।। মনগত পা
পা কতি যে এ প্রকাশিল । অমে২ ঘণ্টা রব হইতে লাগি
ল । [illegible] তথাহি । দ্বাদশ কোটি বিপ্রনা নাম আমসতা
নিচ শিব লিঙ্গ [illegible] মেক শ্বপচ বৈষ্ণব । [illegible]
আর এক অদ্ভুত করি নিবেদন । মুচি শ্রী [illegible] পর নাজা
য় বর্জ্জন ।। এক দিন এক বিপ্র জান গঙ্গাস্নানে । তাহাদে
খি মুচিরাম করে নিবেদনে । কৃতাঞ্জলি হয়ে বিপ্রে করে
ন স্তবন । এই মোর গুবাক গঙ্গায় করিহ অর্পন । এত ব
লি গুবাক আনিয়া করে দিলো । তাহা লই দ্বিজ বর গমন
করিল । গঙ্গা তিরে গিয়া বিপ্র স্নানদান কৈল । মুচিরামে
র ফল দিতে বিস্মিত হইলা ।

অথ মু[illegible]চ রাম দাস ।

কতোক্ষণ পরে বিপ্রের হইল স্বরণ । মুচি[illegible]মের কথা মা
ব নাকৈল অর্প[illegible] [illegible]চ চিন্তা করি [illegible] গেলো । গঙ্গা নিরে
গমে বস্ত্র দিয়ে [illegible] [illegible] র রে [illegible] দ্বিজ বর গ
দা [illegible] করিয়া প্রনাম । এই [illegible] ও মাতা [illegible] মুচি রাম
শ্রীহস্ত পাতিয়া মাত [illegible] র ধনি । দেহ বাপ রসিকক্ষ

নইলা। অপুনি॥ মোর জন্য কন্দদিল মুচিরাম দাষ। ভনি
দিকেছে তার হইবে বিশ্বাষ॥ আপনার শ্রীহস্তের কঙ্কন
খুলিয়া। মোর আসির্ব্বাদী রাম দাষে দিহগিয়া॥ কঙ্কন
পাইয়া বিপ্র হৈল হরসীত। আপন আলয়ে আসি হইল উ
পনিত॥ রত্নমূল্য কঙ্কন দেখিএ লোভ হইল। বাক্ষ তক্ষা
হইয়া তাহা বর্ত্তিকে বেচিল॥ বর্ত্তিক বেচিলা গিয়া নৃপের
আলয়। লইল কঙ্কন রাজা হরসিত হএ॥ তাহা লইয়া নৃপ
বর রানি হস্তে দিল। দ্বীতিয় কঙ্কন জন্য রাজারে চাহিল
দ্বিতীয় কঙ্কন আমি জদি না পাইব। অবস্য জানীবে আমি
পরাণ তেজিব। বসিলেন রাজ পাটে রানি সম্বোধিয়া। ব
র্ত্তিকেরে আনাইল কঙ্কণ লাগীয়া। দ্বীতীয় কঙ্কণ আনী
দিয়া দেহ [illegible]। নহেবা বর্ত্তীক তোর বধীব পরাণ। জো
ড় হস্ত করী কহে বর্ত্তিক নন্দন। আমা কোথা পাব রাজা
দ্বীতীয় কঙ্কণ। মোর স্থানে বীক্রায় কৈল দরীদ্র ব্রাহ্মণ।
তারে আনীবারে আজ্ঞা করহ রাজন। তবে আজ্ঞা দীল
রাজা ব্রাহ্মনে আনিতে। ব্রাহ্মণেরে আনীবারে গেল রা
জ দূতে। বীপ্রেরে আনীল দুত রাজ সন্নিধানে। দ্বীতীয়
কঙ্কণ মাগে ব্রাহ্মণের স্থানে। কঙ্কণ না দাও জদী তবে
দণ্ড পাবে। নহেবা জানীহ তোমার সংসয় হইবে।
তবে বীপ্র বড় [illegible] কাতর জীবন। কঙ্কণ জেমতে পাইল
কহে বীবরণ॥ [illegible] গীতা [illegible] তব দরসন। প্রাপ্তে
[illegible] আনী [illegible] দ্বীতীয় কঙ্কণ॥ এত বলী বীপ্র গেলা [illegible]
ব ধনী তার [illegible] কঙ্কণ মা[illegible]য় দ্বীজ কর জোড় [illegible]॥ ব
হু দীন দ্বীজবর গঙ্গা আরাধি[illegible]। ভ[illegible]পী জাহ্নবীর [illegible]

দেব নাহইল ॥ তবে সকাতরে গেল। মুচিরামের পাস। আ
ইস্যহ বিপ্রবর কহে রাম দাস ॥ বহুদিনান্তরে তব পাইল
দরশন। কিকারণে দেখি তব মলিন বদন ॥

অথ মুচিরাম দাস।

কঙ্কণ বৃত্তান্ত আর রাজার তর্জ্জন। মুচি রাম দাস অগ্রে
করে নিবেদন ॥ দ্বিতিয় কঙ্কণ মোরে দেহ মহাশয়। নতু
বা আমার প্রাণ হইব সংশয় ॥ কিম্বাগি ব্রাহ্মণ [illegible]
নে কর ত্রাষ। ব্রাহ্মণে সান্তনা করে মুচি রাম দাষ ॥ নাস্ত
ই নাচিন্ত স্থির করি নিবেদন। দয়াময়ী গঙ্গারে বক্ষী করি
বণ রূপ ॥ আসির [illegible] দ কর বিপ্র করিএ বিনয়। তব আসি
বাদে জেন সর্ব সিদ্ধি হয় [illegible] জল মধ্যে জন করে নিরি
ক্ষণ। গঙ্গা ও বলি করিল স্মরন ॥ ব্রাহ্মণে [illegible] মাতা ক
রহ ভঞ্জন। দ্বিজলাগি দেহ মাতা দ্বিতিয় কঙ্কন ॥ এইবা
ক্য জেই মাত্র বলে মুচিরাম। কঠতির মধ্যে গঙ্গা হইলা
অধিষ্ঠান ॥ মুচিরাম দাস প্রতি সদয়া হইয়া। করের কঙ্ক
ণ দিলা ইসত হাসিয়া ॥ কঙ্কণ পাইয়া দিল ব্রাহ্মণের হা
তে। হরসিতে গেল দ্বিজ রাজার সাক্ষাতে। নৃপতি সন্তো
ষ হইলা পাইয়া কঙ্কণ। [illegible]জিল ব্রাহ্মণ রাজা দিয়া [illegible] ধ
ন। এক মুখে কি বর্ণিব মুচিরামের গুণ। তাহার গুণানু
বাদে শুদ্ধ হয় মন ॥ জাতি কুল ধর্ম [illegible] লোভ অহং
কার। মুচি রামের গুণ শুনি হএ [illegible] বৈষ্ণব জানি
[illegible] পায়ে আছে কার শক্তি। বৈষ্ণ[illegible] কৃষ্ণ ভক্তি
ভস্ম আচ্ছাদিত অগ্নি থাকএ জেমত। [illegible] মুক্ত।
[illegible] থাকএ তেমন [illegible] দুগ্ধ মধ্যে ঘৃত জৈছে থাকে মিসা।

ইয়া। চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতি থাকে মেঘ আচ্ছাদিয়া।। বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠা লাগি সদামনে ধায়। অতএব নিজ গুণ না করে প্রকাশ।। সাধু বৈষ্ণবের কেহ না করিহ দ্বেষ। করিলে পাপের ভাগি হইল বিশেষ।। সাধুরে নিন্দিলে সাধু রক্ষানি নাহি হয়। নিন্দুক শূকর সম সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।।

অথ মুচিরাম দাস।

অথ শ্রুতি। স্বকর্ম্মো গ্রাম ঘোষন্তি সাধু ঘোষন্তি নিন্দকা ইতি। বৈষ্ণবের পথ দেখ অতি সুনির্ম্মল। গঙ্গা খাদের নির যৈছে হয় গঙ্গাজল। বৈষ্ণবের জাতি কুলের নাহিক বিচার। জেজন ভজএ হরি সেজন উদ্ধার।। জে ভজে গোবিন্দ সেই সদা শুচি হয়। ভজন বিহন শুচি জানিবা নিশ্চয়।। তাহার দিষ্টান্ত দেখ মুচিরাম দাস। বৈষ্ণবেতে জাতি বুঝি আরনা বিশ্বাস। বড়কা বড়কা নামে ছিল সুধন কসাই। জঙ্গাল গ্রামে পুজনমাংস করিথ সদাই।। তাহাতে সন্তোষ বড় ছিলা ভগবান। কসাই তথাপি তারে অন্তে দিলা স্থান।। আর নিদরশন দেখ সিউবিড়ু মিনী। তাহার চক্ষিত কল খাইলা রঘুমুনি।। কৃষ্ণ দ্বেষি হিরনাক্ষের হইল নির্ব্বংশ। ভক্ত দেষী জনার কভু নাহিক নিস্তার।। বিনদ বলএ শুন করি অবধান। ভক্তের নিধান সদা হবে সাবধান।

অথ রুক্মাঙ্গদ।

রুক্মাঙ্গদ পাদপদ্ম করিয়ে বন্দনা। যেহোঁ প্রকাশিল একাদশী দিনাদি [illegible] বৃত্তধর্ম্ম রক্ষা হেতু সাত্রা ত্যাগিয়া। ধা